

সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীকে জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বাতা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : রাজ্য সরকার সীমান্ত সুরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করতে একটি আউটপোস্ট তৈরির জন্যে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীকে জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জির পৌরহিতোে আজ নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এইজন্যে বাহিনীকে নদীয়ার করিমপুরে পয়েন্ট ৯০ একর জমি দেওয়ার একটি প্রস্তাব গ্রহন করেছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে সরকারি মহলের একাংশ মনে করছে। এছাাও আত্মকের বৈঠকে স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য, বিচার বিভাগীয়, নারী ও শিশু সুরক্ষা দপ্তরে ৬০টি শূন্য পদে স্থায়ী নিয়োগ সংক্রান্ত আরও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলার ফুটবলারদের রাজ্য সরকার রাজ্য পুলিশ যে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছে সেইক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক মাপজোকের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শর্ত পূরন না করায় এইক্ষেত্রে তাদের ছাড় দেওয়া হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ৫ ও ৬ তারিখে প্রস্তাবিত বিশ্বব্দ বানিজ্য সেম্মেলনের জন্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে পারম্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী এদিনের বৈঠকে নির্দেশ দেন বলে বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে।

‘আয়ুষ্মান ভারত’-এ চিকিৎসা করবে না হরিয়ানার ৬০০ হাসপাতাল

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : সরকারি স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারতে টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। দিনে দিনে বাকি পড়ে রয়েছে ড প্রমাণ অর্থ। এই পরিস্থিতিতে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে চিকিসা না করার সিদ্ধান্ত নিল হরিয়ানার ৬০০টি বেসরকারি হাসপাতাল। অবিলম্বে বকেয়া টাকা না মেটালে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের পরিষেবা বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দিল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর হরিয়ানা শাখা। হরিয়ানার প্রায় ১৬০০টি হাসপাতালে আয়ুষ্মান প্রকল্পের সুবিধা রয়েছে। এর মধ্যে গুরুগ্রামের ৩০ টি বেসরকারি হাসপাতাল-সহ মোট বেসরকারি হাসপাতাল রয়েছে ৬০০টি। গোটা হরিয়ানায় এই স্বাস্থ্যবিমার গ্রাহক সংখ্যা ১.২ কোটি। এই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে আইএমএ-র হরিয়ানা শাখার সভাপতি মহাবীর জৈন জানিয়েছেন, হাসপাতালগুলির বকেয়া মাসের পর মাস ধরে বাকি রয়েছে। এই বিরাট বকেয়ার জন্য পরিষেবা চালু রাখতে

সমস্যায় পাতে হচ্ছে হাসপাতালগুলিকে। তিনি বলেন, প্রায় ৪০০ কোটি টাকার বিল বকেয়া রয়েছে। যদি হাসপাতালগুলি টাকা না পায়, তা হলে সেগুলি চলবে কী করে! গত বছরের সেপ্টেম্বর হাসপাতাল যদি এই সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে হরিয়ানার স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বেসরকারি হাসপাতালের তরফে এহেন হুঁশিয়ারি প্রকাশ্যে আসার পর তপার হয়েছে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের এই বিরাট বকেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি নিজে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের

সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। মোটা অঙ্কের বকেয়া ছিল ঠিকই তবে গত ২৬ জানুয়ারি ৭৮৬ কোটি টাকা বকেয়া শোধ করে দেওয়া হয়েছে। এখনও ২০০ কোটি টাকার মতো বকেয়া রয়েছে শীঘ্রই তা মিটিয়ে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে এই স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প চালু করেছিল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদির সরকার। যার মাধ্যমে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেয় কেন্দ্র। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রকল্পে বড়সড় রদদল ঘটে কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৭০ বছরের ঊর্ধ্বে সকলেই এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন। ২০১৮ সালে চালু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পের গ্রাহক হয়েছেন প্রায় ৩৫ কোটি মানুষ। তবে বাংলায় বহু আগে থেকে একই ধারার প্রকল্প ‘থাকার কারণে এই প্রকল্প বাংলায় চালু করেননি মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি এই প্রকল্প পাওয়ার শর্তে রয়েছে বহু বিধি নিষেধ যা ‘ নেই।

মেয়ের খুনি-ধর্ষককে বাঁচাতে চাইছেন তরুণী চিকিসকের বাবা-মা? সেই প্রশ্ন এখন সকলেরই মুখে। বিষয়টি নিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় মুখ খুললেন তাঁরা। জানালেন, তদন্তের অনেক সূত্র হাতছাড়া হয়েছে। একটি মাত্র সূত্র হাতে রয়েছে। তাকে হাতছাড়া করতে নারাজ নির্ধাতিতার বাবা-মা। পালট নির্ধাতিতার পরিবারের আচরণ রহস্যজনক বলে মন্তব্য করলেন তৃণমুলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তার জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিসকের

খবর। এদিন সওয়াল-জবাবে আইনজীবী শামিম আহমেদের আরও বক্তব্য, কন্যাহারা পরিবার চায় না যে দোষীর সর্বোচ্চ সাজা অর্থা মৃত্যুদণ্ড হোক। বরং তাঁদের দাবি, ‘ অপরাধীরা’ অথবা, তাদের তদন্তের আওতায় আনা হোক। কিন্তু কেন? নির্ধাতিতা তরুণী চিকিৎসকের বাবার কথায়, তদন্তের সবকিছু মানিক আমাদের হারিয়ে গিয়েছে। একটি মানিক রয়েছে। আমরা ওটাকে আর হারাতে চাইছি না। চাইছি পকেটে রাখতে। তাই ফাঁসি চাই না। যদিও ‘ পরিবারের

প্রতিক্রিয়ায় হতভম্ব রাজ্যবাসী। রাজনীতিবিদদের একাংশ এর নেপথ্যে অন্য রহস্যের গন্ধ পানছেন। তৃণমুলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, সঞ্জয় রায় দোষী সাব্যস্ত। সমাজ তার ফাঁসি চাইছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রথম দিন থেকে ফাঁসি চেয়েছেন। ধর্ষণ করে খুন, পৃথিবীর ঘৃণ্যতম-কুসিতম অপরাধ। যেখানে যেখানে এধরনের কুসিতম ঘটনা ঘটেছে, সকলের পরিবার-পরিজন দোষীর ফাঁসির দাবি করেন। কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম। পরিবার বলছে ফাঁসি চাই না। তাঁর আরও সংযোজন, বাবা-মা বলছেন, দোষীর ফাঁসি চাই না। বাবা-মা সঞ্জয়কে প্রস্টেই করতে চাইছেন। এরপর বলবে, জেলে বড্ড ঠাণ্ড। ওঁরা সঞ্জয়কে কসর-সোয়েটার দিতে যাবে। বলবে, জেলের খাবার ভালো না। তখন সঞ্জয়কে পুষ্টিক খাবার দিতে যাবে। এটা হচ্ছেটা কী? পরিবারের এহেন মন্তব্যের পিছনে যড়যন্ত্র রয়েছে বলে মনে করছেন কুণালবাবু। বলছেন, কারা এর পিছনে রয়েছে? বাম-অতি বামাদের কথা নির্ধাতিতার বাবা-মার মুখ থেকে বেরচ্ছে। অন্ধ তৃণমূল রায়োধীরা গুলিয়ে দিতে চাইছেন। তদন্তের বাকিদের সঙ্গে সঞ্জয়ের কোনও যোগ নেই। তিনি আরও বলেন, কোনও সুস্থ বাবা-মা, সুস্থ নাগরিকরা ভাবতে পারেন, ফাঁসি চাই না? এটা কী করে হতে পারে? আচরণ অত্যন্ত রহস্যজনক। কারা বা কী কী যুক্ত রয়েছে তার সবটা তদন্তের আওতায় আনা দরকার।

দুরন্ত বাতা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : বঙ্গ বিজেপির দুই প্রধান মুখ শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদারের মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমশ তীব্র আকার নিচ্ছে। বিরোধী দলনেতা ও রাজ্য সভাপতির মধ্যে অনেকটাই দূরত্ব তৈরি হয়েছে। এটা নিয়ে বঙ্গ বিজেপির সাধারণ নেতা-কর্মীদের মধ্যেও চরম বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। রাজ্যের দুই শীর্ষ নেতার মধ্যে এই বিভাজন তৈরি হওয়ায় সাধারণ কর্মীরা যে অস্বস্তি বোধ করছে, সেটা উল্লেখ করে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাকে ই-মেল করেছেন রাজ্য বিজেপির সংখ্যালঘু মোরার প্রাক্তন রাজ্য সহ-সভাপতি সামসুর রহমান। কী কারণে হঠাৎ করে দুই শীর্ষ নেতার মধ্যে দূরত্ব সামনে আসছে তা নিয়ে চর্চা চলছে পদ্মাবিরো। রাজ্যে দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদেরও বিষয়টি নজরে এনেছে দলের একটি অংশ। এইহুত্রে দলের সাংগঠনিক নির্বাচন চলছে। ফেব্রুয়ারিতেই নয়া রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করতে পারে দিল্লি। ঠিক তার আগে শুভেন্দু ও সুকান্তর মধ্যে দূরত্ব তৈরি হওয়া নিয়ে নানা রাজনৈতিক জল্পনা সামনে আসছে। উল্লেখ্য, গত সোমবার সন্টলেকের এক হোটেলে বিশেষ সাংগঠনিক কর্মশালায় আয়োজন করেছিল বিজেপি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন না বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুকে নিয়ে সুকান্ত বলেছিলেন, ‘কমফেট ফিল’ করেন না বলে দলের সাংগঠনিক বৈঠকে শুভেন্দু আসেন না। যদিও এনিয়ে শুভেন্দু পাল্টা বলেছিলেন, সুকান্ত কেন এই মন্তব্য করেছেন তা তিনি নিজেই বলতে পারবেন। এরপর বৃহস্পতিবার তৃণমুলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বিজেপিতে রাজনৈতিক যোগ্যতার নিরিখে শুভেন্দুকে বেশি পয়েন্ট দেনা। আর সুকান্তকে রাজনীতির ‘নবজাতক’ বলেন। আর তার জবাবে বলতে গিয়েও সুকান্ত শুভেন্দুর প্রসঙ্গ টেনে আনেন। বালুরঘাটে তৃণমুলের অর্পিতা ঘোষ ও বিপ্লব মিত্রকে হারিয়েছেন তিনি, একথা বলতে গিয়ে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুভেন্দুবাবুর মতো ট্রেনিং নেওয়া বিপ্লব মিত্রকেও হারিয়েছেন। আর এখানেই শুভেন্দু শিবিরের প্রশ্ন, শুধু বিপ্লব মিত্রর নামই বলতে পারতেন সুকান্ত মজুমদার। কেন শুভেন্দু অধিকারীর নাম টানলেন। উল্লেখ্য, সাংগঠনিক পদে তিনি নেই বলে গত লোকসভায় হারের দায় নিতে চাননি শুভেন্দু। আবার গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে শুভেন্দুর না থাকা নিয়ে ক্ষুব্ধ সুকান্তও। সূত্রের খবর, খুশি শীঘ্রই বঙ্গ বিজেপির দুই শীর্ষ মুখ সুকান্ত ও শুভেন্দুকে নিয়ে দিল্লিতে বৈঠক করতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। বাংলায় দলের সংগঠন নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্যে দলের এই দুই প্রধান মুখকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারেন। ফেব্রুয়ারিতে বাজেট অধিবেশনের জন্য দিল্লিতে থাকবেন সুকান্ত মজুমদার। সেই সময়ই হতে পারে বৈঠক। ডেকে নেওয়া হতে পারে শুভেন্দুকে। রাজ্য বিজেপির সংগঠনের সঙ্গে শুভেন্দু ও তার পরিষদীয় দল কেন দূরত্ব রাখছে, পৃথক কর্মসূচি নিচ্ছে সেটা নিয়ে কথা বলবেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কারণ সামনের বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন।

আরও মজবুত ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কথা মোদির

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : সপ্তাহ খানেক হয়েছে আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগেই তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ সোমবার বন্ধুর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন মোদি। আগামী দিনে ভারত-আমেরিকার গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও মজবুত করা নিয়ে কথা হয়েছে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলার বিষয়টি নিজেই আজ এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন মোদি। তিনি লেখেন, ‘ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলে আমি উচ্ছসিত। দ্বিতীয়বার ঐতিহাসিক জয়ের জন্য তাঁকে অভিনন্দন। আমরা পারম্পরিক উপকার ও বিশৃষ্ট অংশীদারিত্বের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা আমাদের

দেশের জনগণের কল্যাণে এবং বিশ্ব শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে আগামী দিনেও একসঙ্গে কাজ করব।’ গত ২০ জানুয়ারি ট্রাম্পের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। প্রশ্ন উঠেছিল, কেন বন্ধুর শপথে নেই মোদি? কিন্তু সেই প্রশ্নের অবসান ঘটিয়ে কয়েকদিন আগেই জানা

গিয়েছিল আগামী ফেব্রুয়ারিতেই মুখোমুখি হতে পারেন ট্রাম্প ও মোদি। ওয়াশিংটনে তাঁদের একটি বৈঠকের পরিকল্পনা করছেন দুদেশের কূটনীতিকরা। যদি ট্রাম্প ও মোদির বৈঠক হয়, তাহলে নিশ্চিত ভাবেই সেদিকে নজর থাকবে দেশের লোকের। কেননা মার্কিন প্রশাসনে পালা বদলের এই মুহূর্তে

দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে আলোচনা অত্যন্ত জরুরি বলেই মনে করা হচ্ছে। যার মধ্যে অন্যতম ইস্যু শুল্ক। গত ডিসেম্বরেই ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গিয়েছিল মার্কিন ডলার ব্যবহার না করলেই ১০০ শতাংশ শুল্কের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে উপরে। প্রসঙ্গত, ৯ সদস্যের ব্রিকস রয়েছে ভারতও। ফলে সেই পরিস্থিতিতে মোদির সঙ্গে ট্রাম্পের এই বিষয়ে কথা হতে পারে। জানা যাচ্ছে, ভারত এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় আমেরিকাকে বিশেষ ছাড় দেওয়ার কথা জানাবে। যার মধ্যে অন্যতম ভারতে মার্কিন বিনিয়োগ। এদিকে ব্রিকসের সদস্য হলেও বন্ধু ভারতকে আরও কাছে টানতে তপস্বী ট্রাম্প। আমেরিকার ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন অন্য কেউ নয়, এশিয়ার ভরকপ্তর আসলে ভারত।

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : বিদেশ মন্ত্রকের সচিব বিক্রম মিসরিচর চিন সফরে বরফ গলল। গত বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ থাকা কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা শুষ্ক করার সিদ্ধান্ত নিল ভারত-চিন। পূণ্যাথীদের জন্য সরাসরি বিমানযাত্রার বিষয়েও কথা হয়েছে উভয়পক্ষের মধ্যে। উল্লেখ্য, ২০২০ সাল থেকে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা বন্ধ রয়েছে। নেপথ্যে রয়েছে একাধিক কারণ। সম্প্রতি দুদিনের চিন সফরে সে দেশের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ইর সঙ্গে বৈঠক করেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরিচ। এরপরই পূণ্যাথীদের জন্য সুখবর দিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। এক বিবৃতিতে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হল-২০২৫ সালের গ্রীষ্মেই কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রায় রাজি হয়েছে দুই দেশ। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার বিষয়ে একমত হয়েছে দুপক্ষ। কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রার পাশাপাশি দুই দেশের সীমান্তবর্তী নদীগুলিতে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের আলোচনাতে সম্মত হয়েছে ভারত-চিন। উল্লেখ্য, গত অক্টোবরে রাশিয়ার

কাজন শহরে এক বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে রাজি হয়েছিলেন। মনে করা হচ্ছে তারই ফলশ্রুতি কৈলাস-মানস নিয়ে ভারত-চিনের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত। প্রত্যেক বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারত থেকে তিব্বতের মানস সরোবরে যাত্রা করে থাকেন ভারতীয় পূণ্যাথীরা। প্রায় প্রতিবছরই শ’য়ে

শ’য়ে পূণ্যাথী যান কৈলাসে। বিদেশমন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে এই পূণ্যযাত্রা। মূলত নাথু লা ও লিপুলেখ পাসের মাধ্যমে ভারত থেকে ভারতের প্রবেশ করেন পূণ্যাথীরা। তারপর কড়া নিরাপত্তা বলয়ে তাঁদের কৈলাস পর্যন্ত নিয়ে যায় চিনা প্রশাসন। মূলত নেপালের বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সি পর্যটকদের কৈলাস নিয়ে যায়। কিন্তু ২০২০ সালে কোভিড অভিমানীর কারণে এই যাত্রা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর গালাওয়ান সংঘাতের জেরে ব্যাপক অবনতি ঘটে ভারত-চিন সম্পর্কে। দুই কারণেই ২০২৩ সাল পর্যন্ত বন্ধ থাকে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা। তবে গত বছর প্রচুর কাকাকা চাপিয়ে চিনের তরফে এই যাত্রা শুরু করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ফলে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায় যাত্রার খরচ। এত খরচের থাকা সামলে ভারতীয় পূণ্যাথীদের পক্ষে যাত্রা করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পাে। মনে করা হচ্ছে এবারে পূণ্যাথীদের সমস্যার দিকটি নিয়েও উভয়পক্ষের কথা হবে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে ভারত-চিন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে।

৬০ স্থায়ী পদ, ৯০০ চালক-কনডাক্টর, মন্ত্রিসভার বৈঠকে নিয়োগে ছাড়পত্র



দুরন্ত বাতা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : বাজেট অধিবেশনের আগে নিয়োগে ছাড়পত্র দিল রাজ্য সরকার। সোমবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৬০টি স্থায়ী পদ তৈরি এবং প্রায় ৯০০ চালক-কনডাক্টর নিয়োগে ছাড়পত্র মিলেছে বলে সূত্রের খবর। তিন বিভাগে স্থায়ী পদ তৈরি করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। ১০ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের বাজেট অধিবেশন শুরু। এমন পরিস্থিতিতে এদিন ছিল মন্ত্রিসভার বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতেই ঠিক হয় স্বরাষ্ট্র, মহিলা ও শিশু কল্যাণ এবং আইন বিভাগে ৬০টি স্থায়ী পদ তৈরি করা হবে। সেখানে নিয়োগ প্রক্রিয়ায়ও শুরু হবে দ্রুত। এর পাশাপাশি রাস্তায় সরকারি বাস বাড়াতে নিয়োগ হবে চালক ও কনডাক্টরও। জানা গিয়েছে, ৫০-৫০ ফর্মুলার মেনে চুক্তিভিত্তিক এই নিয়োগ হবে। রাস্তায় বেসরকারি বাসের সংখ্যা কমেছে। নিয়ম না মেনে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগও উঠছে বারবার। হয়রানি বেড়েছে নিত্যযাত্রীদের। যা নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ধমক খেয়েছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। নবান্ন সভাধরে প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা বলেছিলেন, তুমি (স্নেহাশিস) একজন মন্ত্রী। মানুষ যাতে ভালোভাবে অফিস যেতে পারেন এবং বাড়ি ফিরতে পারেন তা তোমাকে দেখতে হবে। ব্যস্ত সময়ে এলাকা-এলাকায় পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপরই ডিজিট করছেন স্নেহাশিস। এরপরই দপ্তরের তরফে চালক-কনডাক্টর নিয়োগ চেয়ে নবান্নকে চিঠি দেওয়া হয়। সেকথা মাথায় রেখেই এদিন নিয়োগে ছাড়পত্র দেওয়া হল বলে সূত্রের দাবি।

ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্টে শেষ এসএসসি মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : এসএসসি মামলা সুপ্রিম কোর্টে ঝুলেই রইল। প্রায় ২৬ হাজার চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ তো তাই। সোমবারও শেষ হল না এসএসসি মামলার শুনানি। পরবর্তী শুনানি ১০ ফেব্রুয়ারি। ওই দিনই শুনানি শেষ করতে চান প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। তারপর রায়দান। এদিনও সুপ্রিম কোর্ট জানতে চায়, যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা করা সম্ভব কি না? গত সপ্তাহে শীর্ষ আদালতে এসএসসি-তে চাকরি বাতিল মামলার শুনানি ছিল। আশা ছিল, প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি থাকবে কি না, সেই টানাপোড়নের মীমাংসা হবে। কিন্তু তা হয়নি। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছিল ২৭ জানুয়ারি। আজও প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে কোনও সুবাহ্য হল না। বিভিন্ন পক্ষের সওয়াল-জবাব চলল। ‘ চাকরিপ্রার্থীদের হয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা সওয়াল করেন বরীদান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন উত্তাচার্য। তার সওয়ালায় বাগ কমিটির রিপোর্টের কথা উঠে আসে। গোটা বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক দুনীতি হিসেবেও উল্লেখ করেন

তিনি। অন্যতম মামলাকারীর আইনজীবী সওয়াল করেন বিকাশ। অন্যান্য পক্ষের আইনজীবীদের কথাও মূল মামলার মামলাকারীদের পক্ষ থেকে দাবি ওঠে, ২০১৬ সালের পরীক্ষার্থীদের ফের পরীক্ষা নেওয়া হোক। কারণ, এটা স্পষ্ট করা যোগ্য, তাদের আলাদা করতে পারবে না রাজ্য সরকার। তাই সকলকে পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হোক। সকল পক্ষে সওয়াল শোনার পর প্রধান বিচারপতি ৬ ফেব্রুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছিলেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্টে শেষ এসএসসি মামলার শুনানি। এক

রউফ রহিমের দাবি করেছিলেন, স্কুল সার্ভিস কমিশন, বোর্ড এবং রাজ্য সরকার মোট দেড় হাজার কোটি টাকা তুলেছে। প্রত্যেকে ৫০০ কোটি করে নিয়েছে। চাকরিপ্রাপক পিছু ৭-১০ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল। তাই এসএসসিকে ৫০০ কোটি টাকা জরিমানা করার পক্ষেও শোনার বিচারপতিরা। তবে দিনের শেষে তারা প্রশ্ন তুললেন, যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা করা সম্ভব কি না? আলাদা করা সম্ভব হলে যোগ্যদের রেখে অযোগ্যদের চাকরি বাতিল হবে। এরপরই বিকাশের দাবি, এসএসসি জানেই না কাদের নিয়োগ বৈধ। কলকাতা হাই কোর্টে

পরীক্ষার্থীদের ফের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হোক। সকল পক্ষে সওয়াল শোনার পর প্রধান বিচারপতি ৬ ফেব্রুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছিলেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্টে শেষ এসএসসি মামলার শুনানি। এক

১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন



দুরন্ত বাতা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হতে চলেছে বলে বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রথম দিন শোক প্রস্তাবের পরে অধিবেশন দিনের মতো মূলতবি হয়ে যাবে। আগামী অর্থ বছরের জন্য বাজেট পেশের দিনক্ষণ এখনো চূড়ান্ত না হলেও এই অধিবেশন সপ্তাহখানেক চলবে বলে পরিষদীয় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যের এই বাজেটের দিকে সমস্ত ব্যবসায়ী সমাজই তাকিয়ে রয়েছে বলে শোনা গিয়েছে। তবে বিরোধীরা এই বাজেট অধিবেশন নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে নানা বক্তব্যই পেশ করার চেষ্টা করছে। বাজেটে কি হয় দেখার।

কেজরিওয়াল একজন ভোটজীবী, যেভাবেই হোক নির্বাচনে জিততে চান ঃসন্দীপ দীক্ষিত



নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি ঃদিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দীক্ষিত। তাঁর কথায়, কেজরিওয়াল একজন ভোটজীবী, যেভাবেই হোক নির্বাচনে জিততে চান তিনি।অমৃতসরে বি আর আন্দেদকরের মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনায় এএপি-কে নিশানা করে সোমবার নতুন দিল্লি বিধানসভা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী সন্দীপ দীক্ষিত বলেছেন, এটা খুবই গুরুতর বিষয়। ২৬ জানুয়ারির মতো এমন একটি দিনে এমনটা ঘট্টেছে, যখন নিরাপত্তা কঠোর বলে মনে করা হয়। এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমি তীব্র নিিন্দা জানাই। আমি এএপি-কে প্রশ্ন করতে চাই – আপনাদের পুলিশ কোথায়? আপনারা বলতেন পুলিশকে সর্বদা জনগণের সেবায় উপস্থিত থাকতে হবে।

হাসনাবাদ-শিয়ালদহ শাখার লোকালে আগুন আতঙ্ক, ছড়ালো চাঞ্চল্য

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি ঃ আগুন-আতঙ্কে চাঞ্চল্য ছড়ালো হাসনাবাদ-শিয়ালদহ শাখার ট্রেনে। সোমবার সকাল পৌনে ৭টা নাগাদ উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত-হাসনাবাদ লাইনে একটি লোকাল ট্রেন সঙালিয়া স্টেশনে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে যায়। ওই ট্রেনের মহিলা কামরায় আগুন দেখা যায় বলে জানা গিয়েছে।যাত্রীরা আতঙ্কে চিকার করে ওঠেন। বেলিয়াঘাট স্টেশন ছাড়ার পরেই তাঁরা ট্রেনে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছিিলেন বলে জানিয়েছেন যাত্রীরা। তাঁদের চিৎকার শুনে চালক ট্রেন থামাতে বাধ্য হন। দু’টি কামরার সংযোগস্থলে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আগুন দেখা গিয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। ট্রেন থেকে গেল অনেকেই নীচে নেমে পড়েন।

যান্ত্রিক ত্রুটিতে থমকে গেল দার্জিলিং মেল, ২০ মিনিটেই স্বাভাবিক পরিবেশা

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি ঃ যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে থমকে গেল শিয়ালদহগামী দার্জিলিং মেল। তবে, সেই ত্রুটি মেরামত হয়েছে অল্প সময়েই। রেলের তপরতায় মাত্র ২০ মিনিট পর আবার স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। রেল সূত্রে খবর, রবিবার সাড়ে ৮টা নাগাদ আলুয়াবাড়ি স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা দার্জিলিং স্টেশন থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে আমকমা দার্জিলিং মেলের ইল্ট্রিক বিকল হয়ে যায়। এর পর ট্রেনটিকে আলুয়াবাড়ি স্টেশনে ফেরত নিয়ে যাওয়া হয়। দুঘটনা এড়াতে বন্ধ করে দেওয়া হয় সমস্ত সেভেল ৬ সিং। রেল সূত্রে খবর, ত্রেশ্বর পাইপ ফেটে যাওয়ার কারণে বিপত্তি। খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাই গুড়ি (এনজেলগুটি) এবং কিশাণগঞ্জের স্টেশন ম্যানেজারদের। সাময়িক ভাবে ব্যাহত হয় ওই রুটের বাকি ট্রেনগুলির পরিষেবাও।

চার হাত এক হলো মহাকুন্তে

প্রয়াগরাজ, ২৭ জানুয়ারি ঃ শোনা যায়, কুন্তমেলায় নাকি হারিয়ে যাওয়া ঘরের লোকের দেখা মেলে মারোমেলো। এবার মনের মানুষের খোঁজ মিললো। কুন্তমেলায়। প্রয়াগরাজের মহাকুন্তনগর এক অভূতপূর্ব এক ঘটনার সাক্ষী থাকলো। দৈদিক রীতি মেনে এখানেই চার হাত এক হলো ভারতের সিদ্ধার্থ ও গ্রিসের পেনেলোপেরাজানা গেছে, জুনা আশ্চড়ার মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী যতীন্দ্রানন্দ গিরি কনাদান করেন। বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পেনেলোপের মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও। মহাকুন্তে বিয়ে সেরে ওই দমপতি জানান, এই মুহূর্তটা তাঁদের কাছে স্বপ্নের ঢেয়ে কোনও অংশে কন নয়। আশ্চর্যজনক এবং অবিশ্মরীয় এক মুহূর্ত বলেও এটিকে ব্যাখ্যা করেন তারা। উল্লেখ্য,

মহাকুন্তের পঞ্চদশতম দিন, এযাবৎ ১৩.২১ কোটির বেশি ভক্তের পুণ্যস্নান সম্পন্ন

প্রয়াগরাজ, ২৭ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ মহাকুন্তের পঞ্চদশতম দিনেও ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করে পুনা অর্জন করলেন বিপুল সংখ্যক ভক্তরা। সোমবার

ভোররাত থেকেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন ভক্তরা। শুধুমাত্র সোমবার সকালেই ৪৬.৬৪ লক্ষের বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে

রাম মন্দির দেখতে অযোধ্যায় ব্যাপক ভিড়, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার

অযোধ্যা, ২৭ জানুয়ারি ঃ রাম মন্দির দেখতে সোমবার অযোধ্যায় ব্যাপক ভিড় দেখা গেল ভক্ত ও পর্যটকদের। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সোমবার অযোধ্যায় এসেছেন বিপুল সংখ্যক

মানুষ। শ্রী রাম মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন ভক্তরা। বিপুল সংখ্যক এই ভক্তদের আগমনের প্রেক্ষিতে অযোধ্যায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছোশ্রী রাম জন্মভূমির এস পি

(নিরাপত্তা) বলরামচাট্টী দুবে বলেছেন, অযোধ্যায় আসা মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে এবং এর প্রধান কারণ হল প্রয়াগরাজে আয়োজিত মহাকুন্ত

জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুন্ত মেলা। সোমবার ১৫-তম দিনেও বিপুল সংখ্যক ভক্তরা ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্তার ডুব দিয়েছেন। মহাকুন্ত মেলা চলবে ৪৫-দিন ধরে।

ময়মনসিংহ প্রাক্তনী বার্ষিক সম্মেলনে দেওয়া হলো ‘ময়মনসিংহ রত্ন’



সার্বশতবর্ষ, সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ ও ময়মনসিংহ প্রাক্তনীর কাজের ইতিবৃত্ত জানানুসঙ্গলনায় ছিলেন দেবব্রত গোস্বামী। উপস্থিত

মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভারতের ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন

দুরন্তবার্তা,বাঁকুড়াঃবাঁকুড়া জেলার ওন্দা রকের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বগিতাদের নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ভারতের ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা



শিক্ষক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। শহিদ দৌদৌতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তারপর সহকারী শিক্ষক মাননীয় পার্থ মালগোপ

স্থানীয় এলাকায় নীল কুঠি ও কিছু কথা

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ঃনীলকুঠি ইংরেজি আমলে চাষিদের উপর অত্যাচারের জলন্ত ইতিহাসের প্রমাণ ও সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বর্ধমান জেলা ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে। তারমধ্যে অনেক গুলি আমি ছোটবেলা থেকেই দেখেছি। দেখেছি কিন্তু এখন আর নেই। এখনো আছে কিনা জানিনা। এই কুঠি গুলি এই এলাকায় নীল চাষ ভালো হলে। প্রবীণদের মূলে মূলে অনেক গল্পের আকারে অতিত ইতিহাস স্তম্ভিঃশ্রুতিছি ওই পর্যন্ত যার প্রায় সব ভুলে গেছি। স্তম্ভেই এই টুকু মনে আছেঃযুগ্মতে নিষিদ্ধে নীলকুঠি দেখি তখন বিষয়টি আমাকে বারে বারে নাড়া দেয়। আমরা লেখা পড়া কলেজি দেখাথে নীল কিনে কলমে ভোরে লিখে। তখন গুরু জনদের আশির্বাদ ছিলো সোনার দোয়াত কলম হোক। আমাদের সময় দোয়াত কলম ব্যবহার ছিল বর্ধমানে। তাতে সমস্যা ছিল হাতে নীল লাগতো। পেনে কলম জামার পকেটে লেগে যেতো ব্যাগে রাখলে বইয়ে কালি লগতো।হাতের যাবা বা জল লাগলে লেখা মুছে যেতো। ভটটপেন বা বলপেন ধীরে ধীরে চালু হয়েছে বর্ধমানে। এখন এ কালির কলম কথা এখন অতীত। নীল শুধু লেখার জন্য ব্যবহার হতো এমন নয় কাপড়ে রং করতে ও বিভিন্ন উৎসবায় অঙ্কন সহ বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার হতো। এবং এখনো হয়। শুধু নীল উপাদন পদ্ধতি বদলে ও ব্যবহারের ধরন বদলে গেছে। এখন সাদা কাপড়ে রং উজ্জ্বল করেছ শুভো নীল ব্যবহার নেই বললেই চলে। কিন্তু তরল নীল ‘উজ্জ্বল’ মতো কিছু ব্যবহার হয়। লেখার জন্য অন্য কাজে নীল গাছ থেকে উৎপাদিত নীল ব্যবহার, বা উৎপাদনের জন্য চাষ নেই। লেখা পড়া করার জন্য নীল চাষের কথা ও নীল বিব্রোহের কথা পাঠ্যপুস্তকে রয়েছে। আর ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বা ধ্বংসাবশেষ রয়েছেঃকিছুই না থাকলেও পড়ে রয়েছে ইতিহাস। রয়েছে লোক মুখে মুখেও এককালে বাংলায় কুটির শিল্প হিসাবে বস্ত্রশিল্পের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো। সুতোর ব্যব করার জন্য নীল ব্যবহার করা হতো। নীল গাছ থেকে নীল উপাদন পাতে। প্রকৃতির গাছ পাল ফুল ফল পাতা কাঁচ আঠার গাছের ব্যবহার হতো নানান কাজে তেনেই নীল রং তৈরীর জন্য তাই নীল হতে নীল চাষের জন্য সেচ বৃদ্ধ উর্বর জমিতে চাষ ভালো হতো। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে বাংলায় নীল চাষ শুরু হয়। ধীরে ধীরে নীল চাষের ব্যবসা বেশ লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা পায়। ইংরেজ আমলেই ইন্ডিয়া কোম্পানী নীল চাষের

একচেটিয়া অধিকার পেয়ে ইউরোপীয় বণিকদের হাতে নীল চাষের অধিকার তুলে দেয়।১৮৩৩ সালের সনদ আইন ব্রিটিশ নাগরিকরা ভারতে এসে নীল চাষের করতে অধিকার পেলা। সাহেবেরা জমিদারি কিনে নিজের নিজের এলাকায় নীল চাষ করতে শুরু করে। স্থানে স্থানে নীলকুঠি তৈরি হলো নীল চাষ করার জন্য দাদন (অগ্রিম) দেওয়া হতো। একবার যে চাষী দাদন নিত তার দেনা সারা জীবনেও শোধ হতো না দাদনের ভয়ে যে চাষ করবে না বলবে তারও উপায় ছিল না জোর করে তাকে চাষ করতে বাধ্য করা হতো। প্রয়োজন হলে সিপাহী দিয়ে চাষীকে নীল কুঠিতে বধে আনা হতো। মারধোর চলত খারির মেয়েদের অনান্যদের উপর অত্যাচার করতো। পূর্ববঙ্গে নীল চাষ বেশি হতো। সেখানে নীল বিব্রোহ দেখা যায় অবশ্য বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে নীল চাষিরা সংঘবদ্ধভাবে নীলকর সাহেবদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় পরে কিছু আইন তৈরি করে রায়তদের বাঁচানোর চেষ্টা হয়। বর্ধমান বাঁকুড়া মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলা তাহে দুই বাংলায় নীল চাষ হতো। তবে পূর্ব বঙ্গ বেশি হতো। বর্ধমান কাটোয়া পূর্বস্থলী পাটুলি কেতুগ্রামে বোলপুর শ্রীমকেতন গুসকারি মণ্ডগোলপাট ভাতাড মানকর সন্নিহিত এলাকায় নীল চাষ হতো। তার নিদর্শন হিসেবে অনেক জায়গায় এখনো নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় বা শোনা যায়। শোনাো যায় জানা যায় বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গার্লস বা পৌর বালিকা বিদ্যালয় এলাকায় নীল কুঠি ছিলো। রানীগঞ্জ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর নিল চাষ করতেন। শ্রী নিকেতনের জঙ্গলে নীল কুঠি ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কাটোয়ার কাছে শাখাঁই গ্রামে নীলকুঠি দেখা যায়। তার মালিক ছিলো এডিস সাহেব। অজয় নদ বাবলা নদী কুনুর ও রত্নাণী খাড়া নদীর অবশ্যই গঙ্গা ও দামোদর তীরবর্তী এলাকায় নিল চাষ হতো। কাটোয়ার কাছে গোয়াই শাখাঁই ভ্রমরকালি ভুলকুড়ি আমভাড়া শ্রীধন্ত চান্দুলি অজয়ের দক্ষিণে খেড়য়া উত্তরে জারানামাড়া। অজয় গঙ্গা ও অজয়ের মোহানায় কুঠি ঘাটা এইরকম অনেক যায়গায় কুঠি ঘাট ছিল। তামার পাত দিয়ে চৌবাচ্ছা ছিল নিল প্রক্রিয়া করেন জন্য। পরে সেই সব পাতই টুচি হয়ে যায়।কিন্তু এখানে পশ্চিমে নীলকুঠি ছিলো কালিকাপুর জমিদার বাড়ি দেখতে অনেকই আসেন ইষ্টানে অমিতাভ বচ্চন থেকে শুরু করে অনেক চিত্র অভিনেতা। অভিনেত্রী এসেছেন বহু বাংলা হিন্দি

সিনেমা সিরিয়াল স্যুটিং হয়।তার অদূরে মৌধীরা মাঝে নীল কুঠি রয়েছে। শোনাো এখানে এখনো নীল গাছ মাঝে মাঝে দেখা যায়। গুসকারি ঈশ্বর দীঘিতে নীল পচানোর জায়গা ছিল। পোস্ট অফিস অঞ্চলটা সাহেব বাগান নামে পরিচিত ছিল নীলকরদের বাস ছিল এই অঞ্চলে কোন নদীর ধারে ধারে নীল চাষ হতো। রায় রামচন্দ্র পুর মাহাতা সাহেব গঞ্জে নুরপুর কাশিপুর এলাকায় নীল চাষ হতো। মাহাতার পাশে বিশ্ব ক্ত্বের জন্য একটি বিমান বন্দর করা হয়। শত্রু নজর এড়াতে পরিচিত বিমানবন্দরে পরিবর্তে এই রকমের ছোট ছোট বিমান বন্দর করা হয়।দাউডাভাড়া মাহাতা কাশিপুর নুরপুর এলাকায় ইংরেজ আমলে এটের নির্মিত ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা মেলে।মাহাতা বিদ্যালয় ঐ ইংরেজ দের তৈরি পরানো বিল্ডিং উপর নির্মিত হয় ৭৮ সালের বন্যার পরে একটি জল সরবরাহ জন্য উচুতে জলাধার আছে। আছে গাড়ী ধোবার জন্য ইটের নির্মাণ। নুরপুর শ্রীপুর এলাকায় জিলে চিমনির মতো নির্মাণ ছিল। তাকে ইংরেজদের সমাধী বলে। ভিতরে ধনদৌলত আছে মনে করে ভেঙ্গে দেন। এখানে ভান্ডার চেষ্টা করে। ভাতার থানার আগে সাহেব গঞ্জে থানা ও রেজিষ্ট্রী অফিস ছিলো ইংরেজদের স্বার্থে সাহেব গঞ্জে ও আউ শ গ্রামে থানা করা হয়েছিল।কারণ এখানে নীলচাষ ও বিমান বন্দরের জন্য। ইংরেজদের স্বার্থে শাসনের সুবিধা জন্য থানা রেললাইন স্থাপন করে আমার এক দাদু (ঠাকুমার ছোট দাদা মাহাতা বাসিন্দা) এই মাহাতা এয়ার পোর্ট নির্মাণ করতেন। তাঁর কাছে ইংরেজ আমলে এবং তারের জীবন যাত্রা সম্পর্কে গল্প শুনতাম। এবং জানতে চাইতাম। তিনি বলেছিলেন মাহাতা আমিন বন্দরে সাথে ট্রেন নিলেন যোগাযোগ ছিলো ওরগরমের দিকে। সৈন্য ও মাল পরিবহনের জন্য। কিছু দিন এখানে সেই ট্রেন লাইনের কিছু অংশ পাওয়া যায়। দেশ স্বাধীন হলে তাঁকে দমদমে বিমান বন্দরে পাঠানো হয়। পরে তাঁকে এলাহাবাদ বদলি করলে চাকরি ছেড়ে দেন। এ এক কথা বলা এই তখন সরকারী চাকরি ও দূরে যাওয়ার অনিহা কীরকম ছিলো। এখন সাধারণ শ্রমিকের কাজ করতে ভিন রাজ্যে দলে দলে পাড়ি দিচ্ছে গ্রামের যুবকরা। লুই বার্ন০ নামে এক ফরাসি ফরাসি ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ বাংলায় প্রথম নীল চাষ শুরু করেন ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ক্যারেল ব্লুম নামে এক ইংরেজ একটি নীলকুঠী প্রতিষ্ঠা করেন। নির্বাসি সন্তানবা আছে। জানে তিনি গভর্নর জেনারেলকে স্বরলিপি দেন। ইস্ট

ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ নীল চাষ শুরু করতে অনুরোধ জানান নীল নামে এক ধরনের চারা গাছ রস কল দিয়ে নিংড়ে আঙুন জাল দিয়ে রং তৈরি করা হতো। আবার কেউ কেউ বলেন নীল চাষ পচিয়ে তার নিষিষ্টকু জাল দিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে তৈরি করা হতো রেশম চাষের জন্য রেশম গুটি পোকার খাবারের জন্য নীল চাষের পাতা দরকার হতো। বাংলার বস্ত্র শিল্পের প্রসারে সঙ্গে সঙ্গে সুতোর রং করার জন্য নিলে ব্যবহার বেড়েছিল অপরদিকে ইল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের জন্য ফলে মিলে ও বস্ত্র কারখানা অল্প সময়েই অনেক বেশি সুতো ও কাপড় তৈরি হচ্ছিল বলে ইউরোপের নীলের কদর বেড়ে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত থেকে প্রচুর নীল খরিদ করে তা ইউরোপে পাঠাতো নীলের ব্যবসা বেশ লাভজনক ছিল । ১৭৮০ সালের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরাসরি ভাবে এ দেশে নীল চাষ শুরু করে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে আসতে এসে নীল চাষে লেগে পরে বাংলা বিহারে তারা কুটির নির্মাণ করে রোন কোম্পানী নীলকরদের আর্থিক সাহায্য করতো। প্রথমদিকে নীল চাষের চাষ ছিল কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার ১৮৩৩ সালে সংসদে বৃটেনে যে নীল চাষের অধিকার জেল ইংল্যান্ড থেকে দলে দলে ইংরেজরা। এ দেশের নীল চাষ করতে আসে এবং জমিদারি কিনে নীল চাষ শুরু করে। নীলকর সাহেব নীলকর সাহেবেরের জমিতে যে নীল চাষ হতো তাকে এলাকা চাষ এবং বাইরে সাধারণ চাষিরা যে তাদের জমিতে নীল চাষ করত তাকে বলা হতো যে এলাকা চাষ। কারো পৌষ মাস তো কারো সর্বনাশ নীলকর সাহেবরা নীল চাষে বিপুল পরিমাণ মুনাক্ষার লুটলেনেও চাষী সর্বস্বান্ত হতে লাগলো তারা ন্যায্য দাম বেদনা তারা ধান চাষ করতেও পের না যেসব জমিতে নীল চাষ করতে হতো আইন আদালত থাকলেও নীল ৬ ঃহ চাষীদের পক্ষে সে সুযোগ গ্রহণ করার সম্ভব ছিল না সাধারণ আদালতে নীলকরদের বিচারের ক্ষমতা ভারতীয় বিচারকদের ছিল না কলকাতা গিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা করার মতো সঙ্গতি বা ক্ষমতা ছিলো চাষীদের না। আইন ছিল নীলকরদের পক্ষে বিরুদ্ধে লর্ড মেকেলের প্রথম এগিয়ে এলে লর্ড উইলিয়াম বেষ্টিও পর্চ আইন নামে একটি আইন প্রচলিত করেন। নীলকর সাহেবরা তীব্র প্রতিবাদ করলে আইনটি তুলে নোয় যায়। নীল চাষ লাভজনক নয়ক হওয়ায় অনেক স্থানিয় জমিদার পতত্রিদার নীল চাষ করতে শুরু করে।আইন

এএপি-র চেহারা উন্মোচিত, তাঁরা দলিত-বিরোধীঃঅনুরাগ ঠাকুর



নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি ঃ অমৃতসরে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনায় আম আদমি পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। অনুরাগের কথায়, এএপি-র চেহারা উন্মোচিত, তাঁরা দলিত-বিরোধী। সোমবার অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, রাজসভার একজনও সাংসদও দলিত নন, তাঁরা দলিত সম্প্রদায় থেকে উপমুখ্যমন্ত্রী করেননি। এএপি-কে দলিত-বিরোধী আখ্যা দিয়ে দলিত সম্প্রদায়ের দু’জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। এক দলিত মহিলাকে টিকিট দেওয়ার বিনিময়ে তাঁর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা নিয়েছিল, তাঁরা।অনুরাগ ঠাকুর আরও বলেছেন, শুধু তাই নয়, গত ৫ বছরে ৫০০ দলিত ছেলেমেয়েকে পড়ালেখার জন্য বিদেশে পাঠানোর কথা ছিল, কিন্তু ৫ জন শিশুকেও পাঠাতে পারেনি। এখন প্রশ্ন উঠছে, আপনি যখন দিল্লিতে দু’বার সুযোগ পেলেন কেন একজনও দলিত উপমুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী করলেন না? কেন পঞ্জাবে একজন দলিত মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী বানাতে পারলেন না? অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তাঁর দল সংরক্ষণ শেষ করতে চলেছে। উল্লেখ্য, ২৬ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন অমৃতসরে ভেঙে ফেলা হয় আম্বেদকরের মূর্তি।

মঙ্গলবার থেকে শুরু আন্তর্জাতিক বইমেলা, যাত্রী সুবিধার্থে ছুটেবে মেট্রো



কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি ঃ সপ্টলেকে মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা। ওই দিন থেকে লক্ষ লক্ষ বইশ্রেণীকে সেলামাঠে পৌঁছে দিতে ম্পেশাল মেট্রো চালাবে কর্তৃপক্ষ। শিয়ালদহ থেকে সপ্টলেকে সেক্টর ফাইভ রুটে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারাদিনে ১২২টি মেট্রো পরিষেবা চলবে। বইমেলার বাতি ভিারে কথা মাথায় রেখে সোমবার থেকে শনিবার ১৬টি বাড়তি পরিষেবা পাবেন যাত্রীরা। সকাল ছটা ৫৫ মিনিট থেকে রাত ন’টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত এই পরিষেবা মিলবে। রবিবার সাধারণত ইস্ট-ওয়েস্ট রুটের এই অংশে মেট্রো চালাচল বন্ধ থাকে। তবে মেলার জন্য আগামী দুই ও নয় ফেব্রুয়ারি রবিবার এই মেট্রো করিডর খোলা থাকবে। এই দুই রবিবার শিয়ালদহ থেকে দুপুর দু’টা ১৫ মিনিট এবং সপ্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে দু’টা ২৫ মিনিটে দিনের প্রথম মেট্রো ছাটো। সর্বশ্রুটি দুই প্রান্তিক স্টেশন থেকে দিনের শেষ মেট্রো যথাক্রমে রাত ন’টা ৩৫ মিনিট এবং ন’টা ৪০ মিনিটে পাবেন যাত্রীরা। আপ-ডাউন মিলিয়ে ৭৪টি মেট্রো পরিষেবা মিলবে।

শ্রীনগরে হিমাক্ষের নীচেই তাপমাত্রা, আপাতত শুষ্কই থাকবে উপত্যকা

শ্রীনগর, ২৭ জানুয়ারি ঃ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা। শ্রীনগর, গুলমার্গ-সহ কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে এখনও হিমাক্ষের নীচেই রয়েছে তাপমাত্রা। আগামী কিছু দিনের মধ্যে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আগামী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। সোমবার শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।কাশ্মীর এই মুহূর্তে ‘চিল্লাই কালান’-এর অধীনে রয়েছে। যা শেষ হবে আগামী ৩০ জানুয়ারি। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত শীতের পাশাপাশি ঠান্ডাও থাকবে। ২৯ জানুয়ারি রাত থেকে সোমবার সকালের মধ্যে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে। এরপর ৩১ জানুয়ারি আংশিক মেঘলা থাকবে আকাশ।

শুভেচ্ছার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ধন্যবাদ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এবং আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি ঃভারতের ৭৬তম সাধারণতন্ত্র দিবসে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ধন্যবাদ দিয়েছেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ এবং আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মাইকেল মার্টিন-কে।এক্স-বার্তায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির একটি পোস্টের জবাবে, মোদী জানিয়েছেনঃআমার প্রিয় বন্ধু, প্রেসিডেন্ট ইমানুয়াল মাক্রোঁ, ভারতের ৭৬তম সাধারণতন্ত্র দিবসে আপনার শুভেচ্ছার জন্য প্রশংসা করি। গত বছর এই দিনে আপনার মূল্যবান উপস্থিতি আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং দীর্ঘ বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে একটি সর্বোচ্চ ঘটনা। প্যারিসে আইই ‘অ্যাকশন সামিটে’ আপনার সঙ্গে শীঘ্রই দেখা হবে, যেহেতু আমরা মানবতার আরও ভালো ভবিষ্যতের জন্য একসঙ্গে কাজ করছি।আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর একটি পোস্টের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ লিখেছেনঃধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী মিশেল মার্টিন টিডি। আপনার আন্তরিক শুভেচ্ছার জন্য। আমার বিশ্বাস ভারত এবং আয়ারল্যান্ডের গণতন্ত্রের প্রতি সমান আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের বন্ধন আগামী দিনে আরও জোরদার হবে।

ভারত-বাংলাদেশ ত্রিপুরা সীমান্তে বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারিঃভারত বাংলাদেশ ত্রিপুরা সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিশেষজ্ঞ জওয়ানরা প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছেন এবং ফেনিডিল এবং এসকফ উদ্ধার করেছিলেন। যার কালোবাজারি মূল্য ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ২১৯ টাকা। তাছাড়া অন্য আরেকটি অভিযানে গবাদি পশু আটক করা হয়েছে। আটক করা গবাদি পশু শংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে



হস্তান্তর করা হয়েছে পরবর্তী আইনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য।শনিবার বিশেষজ্ঞ জওয়ানরা আরও একটি অভিযান চালিয়েছিলেন। তখনও ফেনিডিল এবং এসকফ উদ্ধার করেছিলেন। যার কালোবাজারি মূল্য ১ লক্ষ ৫ হাজার ৬০৬ টাকা। সেই সাথে ১৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ভারতীয় টাকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশেষজ্ঞ কর্তৃপক্ষ।

দুরন্ত বার্তা

ঘন কুয়াশা পুরীতে শীতে কাঁপছে দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি ঃ ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে গেল ওড়িশার পুরীতে। সোমবার সকালে পুরীতে দৃশ্যমানতা নেমে যায় প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। সামান্য দূর থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না প্রভু জগন্নাথ মন্দির। তবে, বেলা বাড়তেই ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটে যায়। এদিন সকালে কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল রাজধানী দিল্লিও, একইসঙ্গে শীতের দাপট।কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তর প্রদেশও।

আবহাওয়া

মাঘ মাস চলছে, এই সময়েও শীতের আমেজ মালুম হচ্ছে না। শীতের পোশাকেরও সেভাবে প্রয়োজন হচ্ছে না, নেপেছো অবশ্যই পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। বিগত কয়েকদিন ধরে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে ওঠানামা করছে তাপমাত্রার পারদ। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি বেশি। সকাল ও রাতে হালকা শীতের আমেজ থাকলেও, আপাতত কাঁপুনি ঠান্ডা থেকে অনেক দূরে কলকাতাবাসী। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতায় ঠান্ডা মালুম না হলেও গ্রাম বাংলায় ঠান্ডা এখনও অনুভূত হচ্ছে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঠান্ডা মোটামুটি রয়েছেই। দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় আপাতত কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি হল - দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পংও, আলিপুরদুয়ার।দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাট-সকল ৮ টা ৫৫মিনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যউদয় সকল ৫টা ১৮মিনিট এবং অস্ত ৫টা ০২মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জকা

১৪মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ২৩জানুয়ারি ২০২৫, ৫৫৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ১২৫৫, সৌরঃ৮ মাঘ, চন্দ্রঃ ১২ মাঘর মাস, ১৯৪৬ রাক্ষস ২০৮১ বিক্রমমাস, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ ৯মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৯ মাঘ ১৯৪৬, মৈতঃ১২ বাকচিৎ, আসামঃ২৫ পুহ, ম/সলিম ৪১১ -রজব- ১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃ সকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯ উদয়ঃ দুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃ শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ৪৪(১১)শুক্র পক্ষ /তিথিঃব্রহ্মোদনী (জয়া) শেষ রাক্ষঃ ০৫ঃ৫৮ঃ১২ দর ৫৯ঃ১২.৫ পর্যন্তমক্কঃরোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ ১৮ঃ২১ দর ১৪ঃ৫২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাধরকঃপৌর্নমী রাত্রিঃ০৬ঃ ৪৬ঃ২৬ দর ৩১ঃ৪০ পর্যন্ত পরে তৈল্লিযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ৩০ঃ ৬৭ দর ১৪ঃ৫৬৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মমহাভোগ্যদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ০৪ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ০১ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ৩৫ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্তমহেন্দ্রযোগ্যঃ রাত্রি ০২ঃ৫৮ঃ১২ থেকে - ০৩ঃ ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কৃলিকলোঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কৃলিকরাত্রিঃ ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালকলোঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৯ঃ৪২ঃ ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪০ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্তগ্রহসূচী (সূর্য উদয় কালীনাঃ রবিঃ৮২৭৩৫.৫ (২১) ১ পদমঙ্গল ২৬ঃ৪৪২ (৫) ৬ পদমঙ্গলঃ ৩৪ঃ০১৭ (৮) ১ পদমঙ্গলঃ০৯৭ (১৯) ৪ পদমহাপতিঃ১১৮৫১৩ (১১) ৬ পদশুক্রঃ০০১৩৫০১১ (২৪) ৬ পদশনিঃ১০১৮২১৪৬ (২৪) ৪ পদশুক্রঃ১১৯০১ (১৬) ২ পদকৈতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গলঃ৫৫ঃ৫৭ঃ৩৩ বক্রিলাঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত।কুব্ধ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সক

সুন্দরবনে পর্যটক কর উঠে যাওয়ায় খুশি পর্যটক সহ সাধারণ মানুষ



উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ২৭ জানুয়ারি : মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষনায় খুশি সুন্দরবনের পর্যটক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষ। এবার শীতের মরসুমে পর্যটনের ব্যবসা মার খেয়েছে।শীতের মরশুম প্রায় শেষের পথে। মুখ্যমন্ত্রীর এই কর ছাৱে কথা ঘোষনা করায় আগামীদিনে পর্যটকের সংখ্যা আরও বাাবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। এরফলে লাভবান হবে সুন্দরবন অঞ্চলের বাসিন্দারা।
বোট মালিকরা বলেন, মুখামন্ত্রী কর তুলে দেওয়ায় খুব সুবিধা হয়েছে।এর ফলে বোট মালিকদের অনেক সুরাহা হবে। আগে সুন্দরবন বেড়াতে এলে মাথাপিছু ১৮০ টাকা খরচ হতো। এছাড়া বনদপ্তরকে বোট মালিক দেরকে দিতে হত ১ হাজার টাকা। তাঁর উপর ছিল খাওয়া-দাওয়া ও বোটের তেলের খরচ। সব মিলিয়ে হাজার টাকারও বেশি খরচ হত। সেই খরচ অনেকটাই কমবে। এখন শুধুমাত্র নৌকার ভাড়া ও খাওয়ার খরচ দিলেই চলবে। এরফলে এবারে আরও বেশি মানুষ সুন্দরবনে আসবেন বলে মনে করছেন সুন্দরবনের পর্যটক সহ ব্যবসায়ীরা। সুন্দরবন ঘুরতে আসা এক পর্যটক বলেন,এর ফলে আগামী দিনে সু ন্দরবনে আরো অনেক অনেক পর্যটক আসবেন। আগে সুন্দরবনের জঙ্গলে ঢুকতে গেলে পাস নেওয়ার ক্ষেত্রে ১৮০ টাকা দিতে হতো।এখন বনদপ্তরের অফিসে গিয়ে বললেই সুন্দরবন যোৱার পাস পাওয়া যাচ্ছে। তবে জঙ্গলে কারা যাচ্ছে বেধ পরিচয় পত্র সহ তাদের নাম ও ঠিকানা লিখে রাখা হচ্ছে।

হাসনাবাদ-শিয়ালদহ শাখার লোকাতে আগুন আতঙ্ক, হড়ালো চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : আগুন-আতঙ্কে চাঞ্চল্য হড়ালো হাসনাবাদ-শিয়ালদহ শাখার ট্রেনে। সোমবার সকাল সোঁনে ৭টা নাগাদ উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত-হাসনাবাদ লাইনে একটি লোকাল ট্রেন সগুলিয়া স্টেশনে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে যায়। ওই ট্রেনের মহিলা কামরায় আগুন দেখা যায় বলে জানা গিয়েছে। যাত্রীরা আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠেন। বেলিয়াঘাট স্টেশন ছাড়ার পরেই তারা ট্রেনে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন যাত্রীরা। তাদের চিকার শুনে চালক ট্রেন থামাতে বাধ্য হন। দু’টি কামরার সংযোগস্থলে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আগুন দেখা গিয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। ট্রেন থেমে গেল অনেকেই নীচে নেমে পড়ে২০

আজ থেকে শুরু আন্তর্জাতিক বইমেলা, যাত্রী সুবিধার্থে ছুটবে মেট্রো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : সন্টলেকে আজ মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা। ওই দিন থেকে লক্ষ লক্ষ বইপ্রেমীকে মেলামার্চে পৌঁছে দিতে স্পেশাল মেট্রো চালাবে কর্তৃপক্ষ। শিয়ালদহ থেকে সন্টলেক সেন্টর ফাইভ রুটে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারাদিনে ১২২টি মেট্রো পরিষেবা চলবে। বইমেলার বাড়তি ভিড়ের কথা মাথায় রেখে সোমবার থেকে শনিবার ১৬টি বাড়তি পরিষেবা পাবেন যাত্রীরা। সকাল ছ’টা ৫৫ মিনিট থেকে রাত ন’টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত এই পরিষেবা মিলবে। রবিবার সাধারণত ইস্ট-ওয়েস্ট রুটেই এই অংশে মেট্রো চালাবার বন্ধ থাকে। তবে মেলার জন্য আগামী দুই ও নয় ফেব্রুয়ারি রবিবার এই মেট্রো করিডরে খোলা থাকবে। এই দুই রবিবার শিয়ালদহ থেকে দুপুর দু’টো ১৫ মিনিট এবং সন্টলেক সেন্টর ফাইভ থেকে দু’টো ২৫ মিনিটে দিনের প্রথম মেট্রো ছাড়বে। সংশ্লিষ্ট দুই প্রান্তিক স্টেশন থেকে দিনের শেষ মেট্রো যথাক্রমে রাত ন’টা ৩৫ মিনিট এবং ন’টা ৪০ মিনিটে পাবেন যাত্রীরা। আপ-ডাউন মিলিয়ে ৭৪টি মেট্রো পরিষেবা মিলবে।

২০২৪-২৫ সালের সেরা নির্বাচনী অনুশীলন পুরস্কার প্রদান রাষ্ট্রপতির



নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু ১৫তম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে ভারতীয় রেলের ভোটার শিক্ষা এবং নির্বাচনী অংশগ্রহণের জন্য সেরা সরকারি বিভাগের জন্য ২০২৪-২৫ সালের সেরা নির্বাচনী অনুশীলন পুরস্কার প্রদান করেছেন। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সিইও শ্রী সতীশ কুমার এই পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় রেলকে তার পরিকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার এবং দেশজুড়ে ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের সাথে অংশীদারিত্বের জন্য এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এই স্বীকৃতি ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় রেলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে, যেখানে এটি ভোটার সচেতনতা এবং লজিস্টিক সহায়তায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নির্বাচনে নাগরিকদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য, ভারতীয় রেলওয়ে, ভারতের নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতায়, ভোটার হেঙ্গলাইনের তথ্য প্রচারের জন্য স্টেশন, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে তার রেল ভিসপ্তে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেছে। রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে পূর্ব-বের্ড কার্ড কারা ঘোষণাও করা হয়েছিল। এছাড়াও, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য তরুণদের জড়িত এবং অনুপ্রাণিত করার জন্য স্থানীয় কম্পর্ককের সাথে সমন্বয় করে কান্ট্রীর উপত্যকায় একটি বিশেষ ট্রেন, SVEEP এক্সপ্রেস পরিচালনা করা হয়েছিল।

হাওড়ার পদ্মপুকুরে পাশাপাশি লাইনচ্যুত দুটি ট্রেন, যাত্রী না

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ জানুয়ারি : হাওড়ার পদ্মপুকুরে পাশাপাশি লাইনচ্যুত দুটি ট্রেন, যাত্রী না থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা। রবিবার ২৬ জানুয়ারি সাধারণবস্ত্র দিবসের দিন সকালে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়ার পদ্মপুকুর স্টেশনের কাছে ওই ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সাতরাগাছি তিরুপতি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস সহ দুটি ট্রেন। জানা গেছে, পাশের ট্রেনের সঙ্গে পাশাপাশি সংঘর্ষে লাইনচ্যুত হয় তিরুপতি এক্সপ্রেসের মোট ২টি বগি। পাশের সার্ভো স্টেশন ভানের একটি বগিও লাইনচ্যুত হয়। দুর্ঘটনার জেরে এদিন সাতরাগাছি-শালিয়ার লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। সকাল ৯-১৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। এদিন সাতরাগাছি থেকে শালিমার যাচ্ছিল ফাঁকা তিরুপতি এক্সপ্রেস। পাশের লাইন দিয়ে যাচ্ছিল পার্সেল ভ্যান। জানা যায় ক্রসিং পেরোনোর সময় ২ ট্রেনের পাশাপাশি সংঘর্ষ হয়। এতেই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। তবে ২টি ট্রেন ধীর গতিতে থাকায় এবং যাত্রী না থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায়। জানা গেছে, এদিন লাইনচ্যুত হয় তিরুপতি এক্সপ্রেসের ৫ ও ৬ নম্বর বগি।খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রেল পুলিশ ও রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

হাওড়ায় শুরু হলো ‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ পথ নিরাপত্তা সচেতনতা সপ্তাহ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ জানুয়ারি : হাওড়ায় শুরু হলো ‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ পথ নিরাপত্তা সচেতনতা সপ্তাহ কর্মসূচি। হাওড়া সিটি পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে এদিন সকালে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কোনো এক্সপ্রেসওয়ের হাংস্যাং ক্রসিং সহ বিভিন্ন ট্রাফিক গার্ডে। এদিন দ্বিতীয় হুগলি সেতু ট্রাফিক গার্ড অয়োজিত এক কর্মসূচিতে হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি ট্রাফিক সূজাতা কুমারী বীণাপানি জানান, সাধারণ মানুষ যাতে ট্রাফিক আইন মেনে চলেন তারজন্য মানুষকে সচেতন করতেই এই উদ্যোগ। গাড়ি চালানোর সময় মোবাইলে কথা বলা অথবা হেলমেট ছাড়া বাইচ চালানো যেসাইনি। দুর্ঘটনা এড়াতে মানুষকে এ ব্যাপারে আরও সচেতন হতে হবে। এছাড়াও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ট্রাফিক সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এদিন বেশ কয়েকজন হেলমেটবিহীন বাইকে আরোহীকে পুলিশের পথ থেকে গোলাপ ফুল এবং হেলমেট উপহার দেওয়া



‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ কর্মসূচিতে হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসিপি সেন্ট্রাল বিশৃজিং মহাতো, ডিসিপি ট্রাফিক সূজাতা কুমারী বীণাপানি, এডিসি সেন্ট্রাল বিদ্যুৎ তরফদার, দ্বিতীয় হুগলি সেতু ট্রাফিক গার্ডের অহিসি জয়ন্ত সিংহ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এদিনের কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এবং স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারাও উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের উপস্থাপিত হয়ে এদিন হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি ট্রাফিক সূজাতা কুমারী বীণাপানি বলেন, রোড স্ফেটি ডে ২৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হল।

উদ্যোগ পুলিশের পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন

সৌরভ দাশ,হাসনাবাদ, ২৭ জানুয়ারি : রাজ্য সরকারের তরফে সপ্তাহ ব্যাপী পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করছে। মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি. উদয় কুমার রেডিও আজ সকালে মেট্রো রেল ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং মেট্রো আরপিএফের কাছ থেকে গার্ড অফ অনার গ্রহণ করেন।মেট্রো রেলওয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশ্যে তার ভাষণে, তিনি সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেট্রো রেলওয়ের অসাধারণ সাফল্য, এর গৌরবময় অতীত এবং সম্পদের ব্যবহার এবং কার্যকারিতা উন্নত করার পাশাপাশি নতুন মেট্রো রুট খোলার মাধ্যমে যাত্রী পরিবহনের অসাধারণ বৃদ্ধির কথা তুলে ধরেন। জেনারেল ম্যানেজার বিশেষভাবে যাত্রী সুবিধা এবং

জামিয়া নান্দমিয়া তালীমুল কুরআনের খতমে বুখারী ও দস্তারবন্দী জলসা

আব্দুল হাফিজ খান,হাওড়া,২৭ জানুয়ারি : হাওড়ার উল্বেভিডিয়া ধূলাসিদ্দী মাদ্রাসা নান্দমিয়া তালীমুল কুরআন এর ঐতিহাসিক আজিমুশশান দস্তার বন্দির জলসা হয়ে গেল শনিবার। ধূলাসিদ্দী মাদ্রাসা নান্দমিয়া তালীমুল কুরআন প্রাদ্শনে এদিনের সভার সভাপতিত্ব করেন লম্বা মুফতি শহিদুল্লাহ কাসেমী সাহেব। এ দিনের জলস্যায় বুখারী শরীফ খতম করেন লম্বা মুফতি সাইহুন্নাহ কাসেমী সাহেব। এদিন আমীরে শরীয়ত জনাব মাওলানা মজ্বুর আলম সাহেব তার বক্তব্যে বলেন - মানুষের মধ্যে সু ন্দর আদর্শ গড়ে তুলতে পারে কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা। তাই আমাদের সকলেরই কুরআন ও হাদিসের পাঠ ও শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। এদিন মুফতি আব্দুস সালাম কাসেমী সাহেব বলেন- মানবতার নাম সভ্যতা। তা পরিবারে হোক, সমাজে হোক, কিংবা রাষ্ট্র হোক। নতুবা মানুষ অমানুষে পরিণত হবে। ডঃ মুফতি আজম হুসাইন কাসেমী সাহেব বলেন আল্লাহ তা’আলা বিশ্বাসী মানুষ বিশেষত জ্ঞানী সম্প্রদায়কে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। হযরত মুহাম্মদ(সঃ)বলেছেন আল্লাহ সম্প্রদায় নবীগণের উত্তরাধিকারী। তাঁর পীঠস্থান মাদ্রাসার প্রতি সর্বসাধারণের সহযোগিতা করা উচিত

চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই সপ্তাহে আমরা অনেকগুলো প্রোগ্রাম নিয়েছি। এদিন সকালে হাওড়া ময়দান থেকে বাইক র‍্যালি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। এর সঙ্গে গাড়ির চালকদের জন্য হেলথ চেকআপ ক্যাম্প, আই চেকআপ ক্যাম্প করা হয়েছে। এর সাথে স্কুলে গিয়ে সেশন করানো হয়েছে। প্রতিটি ট্রাফিক গার্ড এই উদ্যোগ নিচ্ছে। এর সঙ্গে পথ নার্টিকা, র‍্যালি, বসে আঁকা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সকলকে সচেতন করা হচ্ছে। গাড়ি চালানোর সময় মানুষ যাতে সচেতন থাকেন সেই জন্য আলাদা আলাদা জয়গায় সেশন করা হচ্ছে। ক্রসিংগুলিতে ড্রাইভারদের নিয়ে বসা হবে। এর মাধ্যমে তাদের সচেতন করা হচ্ছে। গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ব্যবহার কেউ যাতে না করেন, হেলমেট পরে যাতে সকলে বাইক চালান, চার চাকা গাড়ি চালানোর সময় সিট বেল্ট ব্যবহার করেন এইসব বিষয় জানানোর পাশাপাশি এইসব নিয়ম মানা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

একান্নবতী সংস্থার উদ্যোগে দুর্গতিনাশিনী নামক সেন্স্ফ হেল্প গ্রুপে আর্থিক অনুদান প্রদান মন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ২৭ জয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে কলকাতা একান্নবতী শ্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে স্থানীয় কৃষ্টি অডিটোরিয়ামে ষাট বা ষাট উদ্দে নববারাকপুর পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে দশ জন মহিলার স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে দুর্গতিনাশিনী নামক সেন্স্ফ হেল্প গ্রুপে প্রত্যেক কে এককালীন দশ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান দিলেন সংস্থার সভাপনৌ তথা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মন্ত্রী বলেন ২০০৮ সাল থেকে একান্নবতী এনজিও এর পথ চলা শুরু। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে মহিলা ও শিশুদের মান উন্নয়নে নানাবিধ কাজে নিজেদের নিযুক্তি করা। গত বছর স্বাধীন ভারতের সংবিধানের গৌরবময় ৭৫ বছর কে সামনে রেখে গত বছর এপ্রিলে টোটারি সদনে ষাটোর্ধ মহিলাদের নিয়ে স্বনির্ভরতাই আমার শক্তি ‘বোধন’ জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। এবছর ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের নববারাকপুরে বিভিন্ন ওয়ার্ডের দশ জন ষাটোর্ধ



মহিলা দের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে দুর্গতিনাশিনী নামক সেন্স্ফ হেল্প গ্রুপে প্রথম ধাপে প্রত্যেক কে দশ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হল। এই টাকা ফেরতযোগ্য নয়। মন্ত্রী বলেন ষাট বা ষাটোর্ধ সিনিয়র সিটিজেন মহিলাদের কর্ম ক্ষমতা বা দক্ষতা কম না। ধারনা ভুল। সেন্স্ফ হেল্প গ্রুপে

মহিলা দের স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হতেই এই সংবিধানের ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবসে দুর্গতিনাশিনী গ্রুপের নববারাকপুরে আত্মপ্রকাশ হল। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী, সুদীপ ঘোষ সহ একাধিক পুর প্রতিনিধি ।

ফের অনুভূত শীতের আমেজ, পারদ-পতনে ঠান্ডা মহানগরীও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ফের ফিরল শীতের আমেজ, পারদ-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ঠান্ডাও হয়েছে মহানগরী। রবিবারের পর সোমবারও কমল তাপমাত্রা। এদিন মহানগরী কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৫ ডিগ্রি কম। আগামী কিছু দিন তাপমাত্রা পতনের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। একইসঙ্গে কিছু কিছু জেলায় কুয়াশাও থাকতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কুয়াশার কারণে সতর্কতা জারি রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিাবাদ এবং নদিয়া। পারদ-পতন হলেও জাকিয়ে শীতের আর সম্ভাবনা নেই।

বালি ব্রিজে স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল, স্বস্তি পেলেন যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : দীর্ঘ ভোগান্তির অবসান, অবশেষে বালি ব্রিজে স্বাভাবিক হল যানবাহন চলাচল। বালি ব্রিজ ও বালি হক্ট পশ্চিমবঙ্গের কাজ শেষ হয়েছে, যার ফলে সোমবার সকাল থেকে স্বাভাবিক হল ট্রেন চলাচল। যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে বালি ব্রিজেও। উল্লেখ্য, মোরামতির জন্য গত ২২ জানুয়ারি রাত ১২টা থেকে বন্ধ রাখা হয়েছিল বালি ব্রিজ (বিবেকানন্দ সেতুর এক দিকের লেন)। দক্ষিণেশ্বর থেকে বালিগামী ভারী গাড়িগুলিকে পাশের নিবেদিতা সেতু দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কেবল বালি খাল থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার লেনটি খোলা রাখা হয়েছিল। যদিও সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দু’চাকা এবং তিন চাকার যান চলাচলে ছাড় দেওয়া হয়। সঙ্গে জানানো হয়, নিবেদিতা সেতু দিয়ে যাতায়াতের কারণে ওই চার দিন বাসের ‘ব্রীজ ট্যাক্স’ লাগবে না। পাশাপাশি, ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয় ডানকুনি-শিয়ালদহ শাখায়। অবশেষে সোমবার থেকে ফিরল স্বস্তি।

ডিজিটাল গ্রেফতারির শিকার হাওড়ায়, প্রতারিত অর্থ উদ্ধার পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ জানুয়ারি : এবার ডিজিটাল গ্রেফতারির শিকার হলেন হাড়ার সাতরাগাছির এক ব্যক্তি। প্রতারিতের সব অর্থ উদ্ধার করে ফেরালো পুলিশ। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির সাথে সজিবার অপরাধের পদ্ধতিও দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে। এই ডিজিটাল গ্রেফতারিতে প্রতারকরা ফোন করে কখনও নিজেদের ভিন্ন রাজ্যের পুলিশ কর্মকর্তা বা গোয়োদি সংস্থার কর্তা হিসেবে পরিচয় দিয়ে, ভুল তথ্য দেখিয়ে, কঠোর আইনি পদক্ষেপের ভয় দেখিয়ে মানুষকে ভুল থেকে টাকা লুটে নিচ্ছে। এমনই এক ডিজিটাল গ্রেফতারের শিকার হন হাওড়ার সাতরাগাছি নিবাসী জনৈক এক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তি সাতরাগাছি থানায় অভিযোগ জানান। এরপর তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হলে প্রতারিত অর্থের পুরোটাই বারো লক্ষ টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়। উদ্ধারকৃত প্রাপ্ত অর্থ প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিয়েছে সাতরাগাছি থানার পুলিশ।



ডাবল লাইন রেল সেতু নির্মাণ। বুধওয়াল-গোড়া তৃতীয় লাইন প্রকল্পের আওতায়, গোড়া কাছারি-করনাইলগঞ্জ (২৩.৬৫ কিমি) তৃতীয় লাইন এবং আইশবাগ-মানিক নগর (৩.৫ কিমি) স্বাধীন বাইপাস লাইনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে প্রথমবারের মতো স্বয়ংক্রিয়



রক সিগন্যালিং চালু করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭৫ কিমি। এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২৮০ কিমি। রেলপথের গতি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। বৈদ্যুতিক লোকোমোটির ধারণক্ষমতা বেড়ে ৩২৬-এ দাঁড়িয়েছে।তিনি বলেন, যাত্রী সুবিধার ক্ষেত্রে, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায়, ১১টি স্টেশনের পুনর্নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যাত্রীদের কাছে সাম্রথী মুলের এবং মানসম্পন্ন গুণ্ধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ওয়শি কেন্দ্রগুলি মোট ০৬টি স্টেশনে পরিচালিত হচ্ছে, যার মধ্যে বাদশা নগর এবং বেরেলি সিটির কেন্দ্রগুলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র

মোদী উদ্বোধন করেছেন। ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ডিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এটি উদ্বোধন করা হয়েছিল। ৮৭টি একসেল্টের এবং ৬৯টি লিকটের কাজ চলছে। ১৬টি স্টেশনে ফুট ওভারব্রিজ এবং ১৬টি স্টেশনে ১৭টি হাই-স্ক্রোর প্ল্যাটফর্ম (নতুনএক্সটেনশন) সম্পন্ন হয়েছে। ৩১টি স্টেশনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে ডিজিটাল পেমেন্ট প্রচারের জন্য ৬২টি পিভারএস স্থাপন করা হয়েছে। এবং ইউ.টি.এস. কাউন্টারে কিউআর কোড ডিভাইসের মাধ্যমে অনলাইন পেমেণ্টের সুবিধা উপলব্ধ করা হয়েছে। অসংক্ষিপ্ত টিকিট বিতরণের জন্য ৭২টি স্টেশনে ১০৮টি নতুন স্মার্ট কার্ড ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় টিকিট ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, মহাকুন্ত মেলার জন্য প্রয়াগরাজ রামবাগ এবং ঝুনসি স্টেশনে ২৬টি এটিএম স্থাপন করা হবে। ইনস্টল করা হয়েছে ২৭টি স্টেশনে পার্সেল ম্যানাজেমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়িত হয়েছে, যার মধ্যে ২১টি স্টেশনে কিউআর কোড বাস্তবায়িত হয়েছে। কোড ডিভাইসের মাধ্যমে অনলাইন পেমেণ্টের সুবিধা উপলব্ধ করা হয়েছে। ০৯টি স্টেশন এবং ০১টি কমপ্লেক্স 'ইউ রাইট স্টেশন' স্যাটিফিকেশন পেয়েছে।শ্রীমতি মাথুর বলেন যে মহাকুন্ত উপলক্ষে, কুস্তুর থিমের উপর ভিত্তি করে ৩২টি কোচ প্রস্তুত এবং পরিচালিত হচ্ছে। ২৬ মার্চ,

২০২৪ থেকে ২২৫৪৫২২৫৪৬ লখনউ জংশন-দেবাদুন-লখনউ জংশন। বদে ভারত এক্সপ্রেস এবং ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ২০১৭৫২০১৭৬ থেকে বেনারস-অগ্রা ক্যান্টনমেন্ট-বেনারস বদে ভারত এক্সপ্রেস নিম্নমিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১১ জোড়া নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। বৃদ্ধি এবং ০২ জোড়া ট্রেনের রুট বাড়ানো হয়েছিল। ২,৬৬৮টি ট্রিপে ১৬২টি বিশেষ ট্রেন পরিচালিত হয়েছিল। আউন্ডিহারের ট্রেন স্টে ডিপোতে ০৩টি সেমু রেক চালু করা হয়েছে।জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে ১৩২.৮৬ মিলিয়ন ব্যক্তি ভ্রমণ করেছেন, যা গত বছরের একই সময়ের ১১২.৭৭ মিলিয়ন যাত্রীর তুলনায় প্রায় ১.৮ শতাংশ বেশি। ডিসেম্বর, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ট্রেন পরিচালিত হয়েছিল। মোট আয় ছিল ২,২৮০ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৮৫ শতাংশ বেশি এবং কার্গো লোডিং ছিল ৩,৫০০ কোটি টাকা। আয় হয়েছে ৪১৩ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১.৮ শতাংশ বেশি। মোট রাজস্ব ৩,০৫৬ কোটি টাকা গৃহীত হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.৪ শতাংশ বেশি। নিবিড় টিকিট চেকিং অভিজ্ঞানের মতো, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০ লক্ষ টিকিটবিহীনঅনিমিত টিকিট এবং বিক্রয় না করা লোডেরের ঘটনা সনাক্ত করা হয়েছে, যার ফলে ৩,০০০ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। রেলওয়ের রাজস্ব ৬৮.৬২ কোটি টাকা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৫৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৩ পৌষ , ১৪৩১

ভারত চিন সীমান্ত সমস্যার সমাধান কি হবে ?

ভারত চিন সীমান্ত সমস্যার সমাধান কি হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে চিনের বিশেষমন্ত্রী কুন এর সঙ্গে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর সীমান্ত নিয়ে বৈঠক করেছেন। সেখ ানে চিনের বিদেশ মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন চিন সীমান্ত সমস্যা সমাধান করতে ইচ্ছুক। তবে যেসব অঞ্চলকে ঘিরে এখনও প্রশ্ন রয়েছে তার সমাধান করতে ভারতের সঙ্গে কথা বলতে চায় চিন। এদিকে চিনের আগ্রাসী নীতির সমালোচনা করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি আবার ইরানকে সর্বক করে দিয়েছেন। খুব শাস্ত্রমূলের রাজনীতিবিদ জো বাইডেন। তিনি যে মারমুখী কূটনীতিবিদ নন সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার সঙ্গে তিনি পেট্যাগন সফর করেছেন। পেট্যাগন সফর করার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেননি। তিনি আমেরিকার শক্তিকে আর ক্ষমতাভাষী করার পক্ষে সায় দিয়েছেন। ফলে চিন এখন আমেরিকাকে ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার পরমানু শক্তি সম্পর্কে বিশ্বের সব রাস্ত্তগুলি ওয়াকিবহাল। পরমানু যুদ্ধে আমেরিকা যথেষ্ট শক্তিশালী। তা ছাড়া আধুনিক অস্ত্র ভাণ্ডার আমেরিকারই রয়েছে। চিন করোনাভাইরাসের চিন এখন নাজেহাল অবস্থা। উহান থেকে যে করোনাভাইরাসের উৎপত্তি হয়েছে সেটাকে একবারে অস্বীকার করতে পারছে না। এদিকে হু এর প্রতিনিধি দলকে চিন দেশে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তো গোটা ইউরোপকে চিন বিরোধী করে তোলার চেষ্টায় রত। ভারত থেকেও চিন কেনাঠাসা হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। চিনের লাদাখ নীতি গ্রহণ করার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করা। ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে পারলে ভারত ভগ্নে পড়িয়ে আসতে পারে এবং যে অর্থনীতিতে অবরোধ করার যে কথা পাছিয়ে ভারত তার থেকে বিরত হতে পারে। কিন্তু ভারত চূপ করে বসে নেই। লাদাখ সীমান্ত থেকে অকুণ্চাল প্রদেশে পর্যন্ত চিন সীমান্তে সেনা বৃদ্ধি করেছে। সেখানে সেনা ট্যাকও নিয়ে আসা হয়েছে। ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে চিন চেন্নাইবাহিনী পৃষ্টি করার ফলে লাদাখ থেকে শুরু করে অকুণ্চাল সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিন ভারতের সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করার পিছনে একটি নীতি কাজ করেছে সেটা হল এশিয়ার দেশগুলোর ওপরে চিনের

সম্পাদকীয় আধিপত্য বিস্তার করা। চিন বিশ্বাস করে যদি এশিয়ার দেশগুলোর ওপরে চিনের আধিপত্য থাকে তাহলে ইউরোপ জয় করাটা চিনের পক্ষে খুব কঠিন কাজ হবে না। ইউরোপের সঙ্গে চিনের ব্যবসা ক্রমশ ব্যাপক হয়ে শুরু করে দিয়েছে। তার ওপরে করোনাভাইরাস সংক্রমণ সৃষ্টি করা নিয়ে চিনের ওপরে অতিরিক্ত আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল যার হাত থেকে রেহাই পেতে এশিয়ার দেশগুলোর ওপরে আধিপত্য বিস্তার করা ছাড়া দিমের আর কোনও পথ খোলা নেই। ইতিমধ্যে কাম্বীয়ারে আর্থিক কড়িড়র থেকে বিদায় নিতে ভারত সরকার বারবার চিনকে চিঠি দিয়েছে। কাম্বীয়ারে ওপরে চিনের কোনও অধিকার নেই। পাকিস্তান যে অংশটি চিনকে দিয়েছে সেই অংশটি পাকিস্তান জোর করে ভারতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল সেনা পাঠিয়ে। পাকিস্তানের কোনও অধিকার নেই কাম্বীয়ারে ওপরে। পাক বাহিনী বারত ভারত সরকারকে কাম্বীয়ারে কিছুটা অংশ দখল করে নেত। পাকিস্তানকে হানাদার রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে ভারত। ফলে পাক অধিকৃত কাম্বীার আগামী দিনে ভারত ছিনিয়ে নিতে পারে বসে একটি প্রচল্ল ছমকি পর্যন্ত দিয়ে রেখেছে পাকিস্তানকে। চিন চাইছে এই অবস্থায় অর্থিক কড়িড়রকে রক্ষা করতে গেলে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে। না হলে ভারত যে কোনও সময়ে পাকিস্তান শব্দটিকে একেবারে মানচিত্র থেকে মুছে দিতে পারে। ভারতীয় সেনাদের সেইভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। ভারত ইতিমধ্যে সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ১৯৬২ সালের ভারত আর আজকের ভারতের বহু তফাত হয়ে গিয়েছে। সেই নড়বড়ে ভারতের সেনাবিভাগ নেই। যথেষ্ট শক্তিশালী ভারতের সেনাবিভাগ। বিশেষ করে বায়ু সেনাবিভাগ যথেষ্ট শক্তি ধরে। আকাশ পথে এই মুহূর্তের মুন্ধে ভারত প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণি অধিকারী দেশ। যেসব আকাশ অস্ত্র ভারত সরকার বানিয়েছে তা দিয়ে দিল্লি থেকে বসে বসে ভারত যে কোনও দেশের সঙ্গে অনায়াসে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম। স্থলবিভাগও যথেষ্ট শক্তিশালী মনসিক করে ভারতের রোবট বাহিনী তৈরি করে ফেলেছে। এই রোবট বাহিনী দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে অনায়াসে অক্রমণ করতে পারে। তারা যে কোণও শক্তিশালী সেনা বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম। ফলে দুর্গম অঞ্চলে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে অভ্যুত্থিত পরিশ্রম করতে হয় না। ভারতের বাইরে বেশ কয়েকবার জঙ্গি শিবিরে হানা দিয়ে জঙ্গিদের নিকেশ করা হয়েছে। সেই সব স্থানে যুদ্ধ করতে পরীক্ষামূলকভাবে রোবট বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। সাফল্যের সঙ্গে রোবট বাহিনী জঙ্গিদের নিকেশ করে দিয়েছে। ভারত এখন রোবট নির্ভর প্রস্তুতি ভারতীয় নৌবাহিনীকে বেশি করে নিয়েছে। ভারত এখন রোবট প্রকাশ করেছে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান আগের মতো তীরভাবে ভারতকে আক্রমণ করতে পারছে না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সময়ে যে পাকিস্তানের দখল ছিল তা এখন তা একেবারে চূপবে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সময় থেকে ভারতীয় সেনায় রোবট বাহিনী তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। সেইভাবে ভারতের সামরিক বিজ্ঞানীদের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে শক্তির নিশেধ দেওয়া হয়। ভারতীয় সেনাবিভাগের রয়েছে গরিলা বাহিনী। এই সব গরিলা বাহিনীর কাজ হচ্ছে দুর্গম পাহাড়ে মাধ্যয় গিয়ে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা। তারওপর রয়েছে ভারতের গোর্খা বাহিনী যা দ্রুত যে কোনওস্থানে তীর লড়াই করতে প্রস্তুত। এই সব গোর্খা বাহিনীরা পাহাড়ে লড়াই করতে পারে। তারা স্থলপথে যুদ্ধ করার চেয়ে পাহাড়ি অঞ্চলে লড়াই করতে ভালো পড়ে। সেই কারণে হিমালয়ের বুকে এই গোর্খারা লড়াই করতে পারে অসহায়। চিনা সেনারা সেখানে লড়াই করতে পারেনা। কিন্তু এক্ষণক গোর্খা অনায়াসে হিমালয়ের বুকে যুদ্ধ করতে সক্ষম। গোর্খা বাহিনীকে পৃথিবীর সব সেনারা ভয় পায়। এদের মতো দুশৃশ বাহিনী দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। এরা রক্ত দেখতে ভালোবাসে। বিশেষ করে শত্রুদের রক্ত বেশি করে পছন্দ করে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। সেবা হচ্ছে ঈশ্বর সাধনার একটি অনামত পথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির প্রয়োগও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সমজ্ঞানী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারণ করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে।

সুরের মূর্ছনায় আজও অমলিন অবিসংবাদী কিংবদন্তি নাম সলিল চৌধুরী

কৌশিক দাস

ঃ ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতের আবহে মানুষ। বাবা জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী পেশায় চিকিৎসক হলেও গানবাজনার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সলিল চৌধুরী। অবিসংবাদী কিংবদন্তি নাম সলিল চৌধুরী। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে বাংলা গানে সার্থক কম্পোজার হিসেবে তার কথাই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে আসে সলিল চৌধুরী (১৯২৫-১৯৯৫)। একাধারে গীতিকার-সুরকার। কী কথায়, কী সুরের আঙ্গিকে, যন্ত্র-আয়োজনে প্রচলিত রীতিনীতি ভেঙে বাংলা গানকে নবদিগন্তের সন্ধান দিলেন। পুরনোকে অস্বীকার করা নয়, ঐতিহ্য মেনেই তাঁর অন্য পথে যাত্রা। সলিল সবচেয়ে লাভবান হন দাদা নিখিল চৌধুরীর সঙ্গীতময় সান্নিধ্যে এসে। ‘মিলন পরিঘ’ নামে অর্কেস্ট্রার দল ছিল তাঁর।

ছোটবেলা থেকেই তৈরি হয়েছিল কান। প্রথম থেকেই তাঁর সঙ্গী বাঁশি। দারুণ বাজাতে পারতেন। ভালবাসার জিনিস এই বাঁশির ব্যবহার তাঁর গানে বিশেষভাবেই দেখা যায়। ছোট্টা দাদা নানু বাদনেই তিনি পারম্পরী ছিলেন।গান শতকের চারের দশকের প্রথম দিকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রগতিশীল গণ-আন্দোলনে শামিল হন সলিল চৌধুরী। যুক্ত হন ‘ভারতীয় গণগান্টা সংঘ’ সঙ্গে। বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মিত্র, হেমঙ্গ বিশ্বশ্রীর গান তাঁকে সঙ্গীত রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। এইভাবে গণরঙ্গীত রচনার মধ্যে দিয়েই তাঁর গানের অঙ্গনে প্রবেশ। সলিলের কন্ঠে একে একে উঠে এল তেভাগা আদোলন নিয়ে ‘হেই সামাল, হেই সামাল’, ‘ও আলোর পথযাত্রী। ‘বিচারপতি তোমার বিচার’ ‘হাতে মোদের কে দেবে’ ‘আমাদের নানান মতে’ এমন কত না গান। মিছক স্নেহগানধর্মী নয় তাঁর গান, বরং গানকে কম্পোজিশন হিসেবে সম্পূর্ণতা দেয়ার এক সচেতন লক্ষ্য ছিল তাঁর। পাকিস্তা সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে দেশি মেলাটিকেও চমৎকার ভাবে কাজে লাগিয়েছেন সুরচনায়। সুর-আঙ্গিক নিয়ে বিশেষ চিন্তা বাবনা ছিলারেকর্ডে তার যে-গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় তা হল গণসঙ্গীত ‘নপিত্ত নপিত্ত দেশে আমার’ ও ‘নবারুন রাগে’ তবে চারদিকে নাম ছড়িয়ে পড়ল যখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রেকর্ড করেন ‘কোণও এক গায়ে বধূর কথা’ কাহিনিধর্মী গান।



সুর ও হৃদবিন্যাসের মাধ্যমে। হেমন্তই রূপকার, সার্থক রূপকার। সলিল-হেমন্ত জুটির আরও কিছু স্মরণীয় গান‘বিভাগ বিভাগে বোলে’, ‘পথ হারাব বলেই এবার’ ‘পথে এবার নামো সাধী’, ‘ ‘আমি বাড়ির কাছে’ ‘দুহন্ত ঘূর্ণির’ ‘আমায় প্রমু করে’ ‘শ্যোনি কোনো একদিন’ ইত্যাদি। হেমন্ত সম্পর্কে একটা কথা চালু আছে, যে তিনি নাকি সহজ চলনের গানেই স্বচ্ছন্দ সাটিয়ে গানের রূপায়ণ কিন্তু মেলেই সহজ নয়। স্বরের বিন্যাস, চকিত গুঁঠানামা এসব গলায় সাবলীলভাবে অন্য বেশ কঠিন। হেমন্ত অত্যন্ত সাবলীলভাবে তা রূপায়িত করেছেন। সলিল মনে করতেন, হেমন্ত না থাকলে তিনি এইভাবে উঠে আসতে পারতেন না। হেমন্তের গলাকে সলিল বলতেন দেবকণ্ঠ । আবার হেমন্তও সলিলের প্রশংসা করতেন সর্বত্র। সলিলের গানের আর এক অসামান্য রূপকার লতা মঙ্গেশকর। প্রথম রেকর্ডে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে গাইলেও লতার অধিকাংশ আধুনিকই সলিল চৌধুরীর কথায় সুরে। লতার তীক্ষ্ণ সুরেলা কণ্ঠে প্রাধান্য হয়েছে সলিলের কত না রকমারি গান ‘সাত ভাই চম্পা’ ‘না যেও না’ ‘ওগো আর কিছু তো নাই’ ‘কি যে করি’, ‘কে যাবি আর’, ‘মোর ময়না গো’ ‘আজ তবে এইটুকু থাক’,

‘ও তুই নয়নপাখি’ প্রভৃতি। প্রতিটি গানে বুদ্ধিদীপ্ত যন্ত্র-আয়োজন মানুষকে মনে রাখতেই হয়। লতা কিছু গান হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের সুরে গেয়েছিলেন, সেগুলির গীতিকার সলিল। যেমন, ‘বাদলকালো ঘিরলো গো’ ‘ওগো মা গঙ্গা’ ‘দে দোল দোল দোল’ (হেমন্তের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে)। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সলিলের বেশ কিছু গান কণ্ঠে ধরেছেন সার্থকতার সঙ্গে। প্রথম গাইলেন ‘এক ঝাঁক পায়রা’ এটি অবশ্য

আছে। সবিতার একটি গান আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য ‘আঁধারে লেখে নাম’ এখানে সলিল শুধুমাত্র গীতিকার, সুর নচিকেতা ঘোষের। সলিল-নচিকেতা কণ্ঠশেষন কিন্তু একেবারেই বিরল। সলিলের গানের আরও এক সফল রূপকার দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। গেয়েছিলেন ‘একদিন ফিরে যাব চলে’, ‘শ্যামলবরীণী ওগো কন্যা’, ‘পল্লবিনি গো সঞ্চারিণী’ ইত্যাদি। সলিলের সুরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা ‘রেখ মা দাসেরে মনে’ দ্বিজেনের ভরাট কণ্ঠে প্রাণ পায়। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের একটিই মাত্র বেসিক অ্যালবাম সলিলের কথায় সুরে ‘ঝন ঝনন বাজে’ ও ‘অন্তবহীন এই অক্ষরাতের শেষ’ দুটি গান দুই গোত্রের। কল্যাবতী রাগপ্রতিভ ‘ঝনন বাজে’ অন্তরাতে হৃদ্যতা যেভাবে ভাঙেন সলিল, তা অভিনব। সুরটি অবশ্যই রাগসর্বশ্ব নয়। ‘এই পাশ্চাত্য ধরনে। সলিলের আরও একটি মনে রাখার মতো রচনা করেছেন হারায় খুঁজি’ গেয়েছিলেন মাধুরী চট্টোপাধ্যায়। ছোট্টা সলিলের আরও কিছু গান, ‘ওই যে সবুজ বনবিধিকা’ ‘আজ শরতের আকাশে’ প্রাণ পেয়েছিল মাধুরীর কণ্ঠে। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ‘নাও গান তুলে নাও’ সেই রিম রিম গানে ঝাঁঝ ডাকা দুপুরে ‘আসা শান্তির আশ্রন’ সলিলের সুরে যেমন ফুটেছে তেমনি মরমী সুরময় গানে সুরটি প্রতিমার। ছন্দ, সুরের অনবদ্য কারুকার্য দেখি আর একটি গানে ‘পাগলা হওয়া’ ছয়ের দশকে এটি প্রথম রেকর্ড করেন জ্যোতিমোহন মুখোপাধ্যায়। অনেক পরে ১৯৮০-তে গানটি ফের রেকর্ড করেন মধুকণ্ঠী সুবীর সেনা- এই রেকর্ডের অন্য গানটি কথায় সুরে মেজাজে একেবারে অন্যরকম ‘ধরনীর পথে পথে গুলি হয়ে রয়ে যাব এই কান্না’ এর গভীরতা হৃদয় ছুঁয়ে যায়। সুর- ছন্দের উচ্ছলতার সেই চেনা সলিল প্রায় অচেনা এখানে। সলিল চৌধুরী ছিলেন বোয়ে ইয়ুথ ক্যয়ার-এর প্রতিষ্ঠাতা, যেটি প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ কোয়ার। ১৯৫৮ সালে ভারত তার রচয়িতা এবং কন্ঠান্তর হিসাবে – তিন ভারতীয় লোক ও সমসাময়িক সঙ্গীতের জন্য ভোলাল পলিমেনি ব্যবহার করে সঙ্গীতের একটি নতুন ধারা প্রণয়ন করে সমগ্র ভারত জুড়ে প্রচুর ধর্মনিরপেক্ষ গানকার গদ্যন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

স্যার উইলিয়াম জোন্স ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্রকুমার শীল এশিয়াটিক সোসাইটিতে বিদ্যাসাগরকে চম্বেত দেয় না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বিদ্যাসাগরকে চিনতে পারেনি গেটের দারোয়ান। বিদ্যাসাগর সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁকে চিনতে না পারার ফলে দরোয়ান এশিয়াটিক সোসাইটির গেঁ থেকে বিদ্যাসাগরকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছিল। পরে বিদ্যাসাগর এশিয়াটিক সোসাইটে সবার প্রবেশ অধিকার নিয়ে তীর লড়াই করেছিলেন। ‘স্বপ্নে পোশাক পরে এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবেশ করার অধিকার দিতে হবে বলে তিনি সোচ্চার হন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে কোকার অধিকার না পেলেও এশিয়াপ্রেমী পণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্সের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা একেবারে কমেনি। বরং আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছিল। স্যার উইলিয়াম প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল। ফেট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম জোন্সের জীবনী রচনা করতে সাহায্য নিয়ে চর্চা মগ্ন ছিলেন। ঠিক একই রকমভাবে স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রাচ্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে সংরক্ষিত করতে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থানপ করে গেলেন। স্যার জোন্স শুধু দক্ষ প্রশাসক ছিলেন শুধু তাই নয়, তিনি বাংলা তথা ভারত এবং প্রাচ্যের সংস্কৃতি চর্চার প্রসার ঘটান। সেই কারণে বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাঁর জীবনী রচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর ‘জীবন চরিত’ গ্রন্থে (১৭৭১ শকাব্দ) ‘সার উইলিয়াম জোন্স’ শিরোনাম করে উইলিয়াম জোন্সের জীবনী রচনা করেছেন। মনে করতেন, ইংল্যান্ড থেকেও বহু পণ্ডিত মানুষ এসেছিলেন যাঁরা বাংলা তথা ভারতের ভালোবেসে ঐতিহ্যকে সংরক্ষিত করতে উদ্যোগী হন। তাঁরা শুধু এখানে ধর্ম প্রচার করতে বা শাসন করতে আসেননি। তাঁরা এসেছিলেন এখনকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা করার পাশাপাশি এই সব বেশীশ সম্পদকে রক্ষা করছে। বাংলার সাহিত্য, শিল্প এবং সংস্কৃতি সম্পদ দেখে তারা মুগ্ধ এবং অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এই সব সম্পদকে সুরক্ষিত এবং সংরক্ষিত করতে একটি সংস্থা স্থাপন করার সংরক্ষিত গ্রহণ করেছিলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স। প্রাচ্যের সাহিত্য, শিল্প থেকে শুরু করে সংস্কৃতি সম্পদে ভাণ্ডার একেবারে পরিপূর্ণ। শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতে বহু শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য সম্পদকে সংরক্ষিত না করতে পারলে এক সময়ে তা কালের গতিতে হারিয়ে যেতে পারে বলে অনুভব করেই পেরেছিলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স। সেই সব সম্পদকে সংরক্ষিত করতে পারলে বিশ্বের অন্যতম

সংস্কৃতিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করতেন। প্রাচ্য দেশে সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল না ইংল্যান্ডবাসীদের। তারা মনে করতো যে ভারত হচ্ছে ইংল্যান্ডের একটি উপনিবেশ মাত্র। সেখ নকার মানুষেরা সভ্য নয়। সেখানকার মানুষের আগে প্রবেশ লাভ করতে পারতো না। প্রায় পঁতাল্লিশ বছর পরে অর্থাৎ ১৮২৯ সালে ভারতীয়রা প্রবেশাধিকার পায়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় সভাপতি হলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৮৫ সালে। সাবেরা বুঝতে পেরেছিল যে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ভারতীয় পণ্ডিতদের যোগদান করে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। না হলে প্রচা়া বিদ্যা চর্চা করা একেবারে অসম্ভব। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রামকমল সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজচন্দ্র দাস, রাধাকান্ত দেব সহ আরও অনেকে। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত রিসার্চের পরে (১৭৮৮) এবং জার্নালে (১৮৩১) প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রাচ্যের প্রাচীন চর্চা প্রতি বেশি করে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংল্যান্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য থাকলেও তিনি কিন্তু কলকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাটির সদস্য ছিলেন না। এই সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও বিদ্যাসাগর এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্য বিদ্যা পুনরুদ্ধার অর্থাৎ সংস্কৃত, পালি, আরবীয় প্রকাশ রচনায় আগ্রহী ছিলেন। এমনকী ‘বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা’ পরিচয়নের প্রকাশে তিনি গুণহারা ছিলেন। ১৮৫২ সালে ৩০ জুলাই এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মসমিতিতে ডাঃ ই রোয়ের বিদ্যাসাগরের হয়ে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত নেন। এই নাটকগুলো হল যথাক্রমে- ‘বহী সাহ্যার’, ‘অনর্থ রাজ্য’, ‘প্রসন্ন রাজ্যত’, ‘নাগানন্দ’, ‘ললিত মাধব’ এবং ‘বিশ্বদ্ব মাধব’। ১৮৫৩ সালে তিনি প্রস্তাব দিলেন বেদের ভাষ্যকার মাধবাক্যার্যের ‘সর্বর্দর্শন সংগ্রহ’ নামে পুথিটি সম্পাদনা করা হোক এবং সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। ‘সর্বর্দর্শন সংগ্রহ’ পুথিটি খুবই দুলভ ছিল। বাংলায় মাত্র দুটো পুথি পাওয়া যায়। একটি এশিয়াটিক সোসাইটিতে এবং আর একটি স্কটল্যান্ড কলেজে রয়েছে। পরে বিদ্যাসাগর আরও তিনটি পুথি সংগ্রহ করেছিলেন বেনারস থেকে। ১৮৫৮ সালে ‘বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা’ সিরিজে ইংল্যান্ড নম্বর বই হিসাবে স্থান পেল ‘সর্বর্দর্শন সংগ্রহ’।

মহান বিপ্লবী গুরু পুলিন বিহারি দাসের জন্মতিথিতে শ্রদ্ধা

পুলিন বিহারি দাসকে নিয়ে বেশ কিছু এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ২৮সে জানুয়ারী মহান বিপ্লবী গুরু পুলিন বিহারি দাসের জন্মতিথিতে স্মরণ সংক্ষিপ্তসারে আরো কিছু তুলে ধরা আজকের এই লেখার উদ্দেশ্য। ওনার জীবনকালকে প্রধানত তিন ভাগে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রথম , বিপ্লবী এবং দুর্দান্ত সংঘটন পরিচালনার পথিকৃৎ হিসেবে। দ্বিতীয় , তাঁর রাজনৈতিক জীবন। তৃতীয় , বালক থেকে যুবক তাদের চরিত্র গঠন কল্পে শারীর দর্শন, খেলাধুলা এবং অস্ত্র শিখ্যার বিষয়ে অসাধারণ অবদানের জন্য। আজকের দিনে আলোচনা ওনার এই তৃতীয় প্রচেষ্টাকে নিয়ে। বর্তমানে যা কিনা ভীষণ ভাবে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়ে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের দুই গবেষক তিন বছরের অনলস গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে অবনতি হন। ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রধান সংঘটক বিপ্লবীপুলিন বিহারিদাসের আর এক পরিচয় , তিনি আধুনিক যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম অস্ত্রগবেষক , চিত্রক ও ব্যাখ্যাকার। তাঁর অস্ত্রশিখা -বিষয়ক সচিত্র বিবরণী ও নির্দেশিকা শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের অস্ত্র চর্চার ইতিহাসেও অভিনব। জুসো ,কারাতে, কুংফুং জম্জহান , জাপান ,ওকিনায়া , চীনের মতো সমৃদ্ধা অস্ত্রচর্চার অঞ্চলগুলিতেও একাধিক অস্ত্রকৌশল নিয়ে এইধরনের বিবিরণ ধর্মীলেখার সংখ্যানে হাতই বিরল। পৃথিবীর আর পাঁচটি ভৌগোলিক অঞ্চলের মতো ঐতিহাসিক বাংলাদেশে , একটি বিশেষকালে, নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী ও সমধর্মী দেশীয় অস্ত্রচর্চার যে বিশ্লেষণ ,সূত্রায়ণ ও প্রচার ঘটেছিলো মূলত এই বাঙালি অস্ত্রবিদে হাত ধরে। কোনো স্থানে কিছু বলতে গেলে পুলিনবাবু শুরু করতেন এই শ্লোক উচ্চারণ করে - সূহ দেহ ধর্মপরূগের প্রাথমিক মাধ্যম। ওনার লেখায় বারবার জানিয়েছেন শরীর সুস্থ না থাকলে জ্ঞান চর্চা হয়ে না, জ্ঞান বৃদ্ধি তো দূরের কথা , সুস্থজ্ঞানের অভাবে চরিত্র বলও তৈরী হয়ে না , বিচার বুদ্ধি ও তার প্রয়োগ হয় অসহজর সমাজের চার। বালক ও যুবকদের উনি দেশপ্রেম জাগিয়েছিলেন চার জগতিক শক্তিকে উন্নত করে। যুদ-মু-সুদ-ধী।

যুদ - যুদ্ধ ,বলবান (শরীর), মুদ - হর্ষ , প্রীতি (মন),সুদ - উত্তম (বুদ্ধি),ধী - বিচারশক্তি। ফলত প্রকৃতজ্ঞান বল ও চরিত্র বল গঠনে ওনার উপদেশ প্রাথমিক স্তরে শিষ্যার্থি ও শিক্ষকচয়ন। শিষ্যাপুঙ্কর কি রকম হওয়া উচিত যাদের সন,দম,নিষ্ঠাআছে। স- সর্বপ্রকারেরন ও চিত্তকে সংযত রাখবার শক্তি। দম - বাহেস্তিও ও সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বশীভূত রাখা। নিষ্ঠা - সর্ববিষয়ে , সর্বকর্ম সর্বাস্ত্রসৃঃ দর ভাবে করবার প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা। শিষ্যাবাপুঙ্কর তত্ব্য সকলকে সেখানেো যায় না , প্রয়োজনে বাইজ সার্ধে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার দূর প্রয়োগ হওয়ার কারণে সমাজে বিশেষ দুর্যোগ দেখা যায়। তাই শিষ্যার্থি চান এক গুরুস্তুপূর্ণ বিষয়। শিষ্যার্থি চানকালে পুলিনবাবুর বিশ্লেষণ সুধংশব বালক - তরুণ ,যারাশীল , শৌর্য,আচার , বিনয়,শক্তি ,মেধা , ধৃতি,বাক - বিশুদ্ধ , কষ্ট সহিষ্ণু সম্পন্ন। লৌভী ,ধূর্ত ,কৃতঙ্গ ,মন্দবুদ্ধি ,গুরুবোধী ,অব্যধ্য ,অমনোযোগী , প্রবধক , নিয়মশাসনের অবমাননাকারী কদাচ তাদের অর্জিতজ্ঞান সঠিক পথে সমাজের হিত্তে প্রয়োগ করতে অক্ষম , তারা সমাজের বিনাশকারী। মনে রাখতে হচ্ছে উনি ভাবছেন আর লিখছেন আজ থেকে প্রায় ১০০বছরআগো(আন্দামন জেল থেকে ফেরার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাকে বহুবার কংগ্রেসের স্বচ্ছসেবক বাহিনীর সর্বময় প্রধান হওয়ার প্রস্তাব দেন যা তিনি নাকজ করেন। গান্ধীজি তখন একটু বিলে একা পুলিনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করার প্রস্তাব রাখেন। এই আলোচনা চলে দেশবন্ধুর বাড়িতেনিদ্রাবাহুর। এ সমস্তের পর পুলিনবাবুর মনে হয়ে সে যুগের ভারতবর্ষে কোথাও অস্ত্রনিহিত শিক্ষার অভাব রয়েছে। ১৯২৫ পরে এবিষয়ে পুলিনবাবু , আচার্য জগদীশ , নেতাজি সুভাষ , ব্যারিস্টার শাসনল এবং আরো অনেকের সাথে দীর্ঘ আলাপচারিতার পর নির্ণয়ই এক জমি সংগ্রহে কলকাতার শরীর চর্চার মনোবৈ চরিত্র বলবাবে দেশপ্রেম জাগ্রত করার উদ্যোগ নিলেন। আচার্য জগদীশ এতটাই আত্মত্ব হসেন যে নিজের সমস্ত পিএইচডি ছাত্রদের নিয়ম করে পুলিনবাবুর কাছে প্রাথমিক পাঠ করার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। সুচ্যচন্দ্র বোস তখন কলকাতার মেয়র , পুলিনবাবুকে ২০ কাঠাবিশ ৬০ বছরের লিসে কর্পোরেশন থেকে দিলেন। শুরুহলো বঙ্গীয় সন্যাস সমিতি ও তার এক ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড। কে আসেন নি সেখানে ?- প্রতিদিন সন্ত্রীক আচার্যজগদীশ তো বটেই , নেতাজি সুভাষ , শ্যামাপ্রসাদ ,নীলমণি দাস ,বিস্তারণ ঘোষ , প্রভুদয়াল হিম্মত সিংহ , প্রমোদ দাসগুপ্ত , গোপাল মুখার্জী এবং আরো বিশিষ্ট ব্যক্তি। প্রকৃত শিক্ষার কথা বলেছিলেন পুলিন বিহারি দাস , তার উদ্দেশ্য পথে হাটলে কি হয়ে তাও বুঝিয়েছিলেন আমাদের। জলন্ত উলাহরণ এই ধর্ম সাধনা মন্দির বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি যা আজকে এক বিসে বাড়িতে পরিণত হয়েছে।

বিজেপির বিকল্প শক্তি হিসাবে উঠে আসছে আম আদমি

বিজেপি দলের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠে আসতে শুরু করে দিয়েছে আম আদমি দল। আগামী লোকসভার নির্বাচনে আম আদমি দল ভালো ফল করবে বলে আশা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা। পাঞ্জাবে আম আদমি দল ভালো কাজ করেছে। সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পাঞ্জাবের আম আদমি সরকার। তার ফলে সেখানকার ভোটারদের মনকে জয় করতে পেরেছে। দিল্লিতে আম আদমি দল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে দিয়েছে। আম আদমি দল বলতে শুধু কয়েক জনের নাম সাধারণ মানুষের পাশে থাকবে। আম আদমি দলের ওপরে রাগ করতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। তারা আম আদমি দলের নেতাদের ধরে ধরে কালো দাগ গায় দিতে শুরু করে দিয়েছে। প্রতিপক্ষকে কেজরিওয়ালকে দুর্বল করতে দিল্লি সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রী সোত্রাঙ্গ জৈনকে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। দিল্লিতে আবগারি নীতি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মণীশ সিংসিদিয়ার বাড়ি সহ বিভিন্ন স্থানে তজাশি ঢালানো হয়েছিল। সিবিআই এ ব্যাপারে তদ্বিষ্ণু করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে সিংসিদিয়া দাবি করেছেন যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দিল্লির মানুষেরা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চায়। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী করা উচিত। সিংসিদিয়া বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে দুর্নীতি আওয়াজ তুলে আম আদমি দলকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি দল। দিল্লি এবং পাঞ্জাবে আম আদমি দল সরকার গঠন করতে পেরেছে। বিজেপি দল বহু চেষ্টা করে সেখানে সরকার তৈরি করতে পারেনি। সেই কারণে বিজেপি দল এখন প্রতিহিংসা করতে শুরু করে দিয়েছে। আম আদমি দল যাতে শক্তিশালী না হয়ে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই দলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাকে দুর্বল করতেই বিজেপি সরকার সত্যোঙ্গ নৈনকে কারাগারে ভরেছে। দিল্লি সরকার স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ভালো কাজ করেছে। সেই কারণে আম আদমি দলের প্রতি ইর্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। তারা আম আদমি দলকে একেবারে সহ্য করতে পারছে না। গুজরাতে প্রতি বছর দশ হাজার কোটি টাকা়র আবগারি ক্ষতি হয়। তা নিয়ে বিজেপি সরকারে একেবারে উদাসীন। সেটা নিয়ে কোনও রকম তদন্ত করা হচ্ছে না। আসলে কেজরিওয়ালের সাফলো প্রধানমন্ত্রী মোদী ভয় পেয়ে গিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি যা বলাবেন তা সবাইকে গুনতে হবে এটা কোনও সময়ে কাজ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। সবার সঙ্গে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করে তাকে উপস্থাপিত করাই হল গণতান্ত্রিক রীতি। বিজেপি দল সেই গণতান্ত্রিক রীতি নীতি ত্যাগ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি দফতর থেকে যা বলা হচ্ছে তাই প্রধানমন্ত্রী দফতর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে। কোনও রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত সরকারের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত নয়। এদিকে গুজরাত সফর করবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ান। সেই কারণে বিজেপি দল ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। কেজরিওয়ালোর সঙ্গে থাকবেন মণীশ সিংসিদিয়া। পাঞ্জাবের আম আদমি সরকার ভারো কাজ করছে। সেখানে বিজেপি এবং কংগ্রেস দল মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। পাঞ্জাবের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দেশের সেবা করতে শুরু করে দিয়েছেন। গরীবদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। মহিলাদের শিক্ষা ব্যাপারে বিশদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে পাঞ্জাব সরকার। বিজেপি দল শুধু মুখে বলতে শুরু করে দিয়েছিল। এবারে কাজ করে দেখ তে শুধু করে দিয়েছে আম আদমি দল।

জীবনযাপন

কদিন আগে পরিবার নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম সেন্ট মার্টিনে। ভালোমন্দ মিলিয়ে মিশ্র এক অভিজ্ঞতা। সেটাই শেয়ার করলাম আজ। যারা যাওয়ার কথা ভাবছেন একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন।

১. অনিয়ন্ত্রিত পথটক

দ্বীপটায় মানুষ যায় ‘পদ্মপালের’ মতো। ডিসেম্বর, জানুয়ারি এবার এই দুই মাস ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে আমাদের কারও যেন হুঁশ নেই (আমি নিজেও বেহুঁশ হয়েছিলাম)। প্রতিদিন দুই হাজার মানুষ যাওয়ার কথা। সেখানে কমসে কম ৭৮ হাজার মানুষ যাচ্ছে হররোজ। জাহাজে, জেটিঘাটে, সৈকতে, রিসোর্টে, খাবারের দোকানে সর্বত্র গাদাগাদি। তিলধারণের ঠাই নেই কোথাও। এর থেকেও বিরজিকর দীর্ঘ সময় ধরে জাহাজে ভ্রমণের ক্লান্তি। নতুন এই হুজুত এবারই শুরু হয়েছে। আগে টেকনাফ থেকে আড়হিতিন ঘণ্টায় যাওয়া যেত।

২. ছেড়া দ্বীপ

প্রতিবেশ সংকটাপন্ন ছেড়া দ্বীপে যাওয়া নাকি নিয়েধা। সকাল ৭টা থেকে কোস্টগার্ড দাঁড়িয়ে যায় সেন্ট মার্টিনের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে, যেখান থেকে টুকরা ছোট ছোট তিনটি দ্বীপে যাওয়ার সর্ব রাষ্ট্রাটার শুরু। ভাটার সময় রাস্তাটা জেগে উঠে, জোয়ারে তলায়। জোয়ারের সময় খুদে দ্বীপগুলোতে যাওয়া যায় না। সেই ভোরবিহানে অন্ধকার থাকতে লোকজন মোবাইলের চর্চ জালিয়ে ছেড়া দ্বীপের উদ্দেশে রওনা দেয়। কারণ, বেলা হলোই সেন্ট মার্টিনের যেখানেই যাবেন, হাজারে হাজার মানুষ, লাইন ধরে



ছুটছে সবাই। নিয়ম দ্বীপ ডিঙিয়ে ছেড়া দ্বীপ, সবশেষে প্রবাল দ্বীপ। সেখানে পাথরের ওপর বসেশুয়েদাঁড়িয়ে চলে সূর্যোদয় দেখার মজ্বা। পথে যেতে যেতে চোখ আটকে পড়ে প্রাস্টিকের বোতলের স্তুপে। জোয়ারে এনে রেখে গেছে মানুষের ফেলে যাওয়া উচ্ছিন্ন। একদল যা তা সাগরের জলেতে ছুঁড়ে ফেলাছে আরেকদল নিজের টাকায় দ্বীপটিতে গিয়ে সেসব কুড়িয়ে মূল ভূখণ্ড নিয়ে আসছে। এই হচ্ছে মানুষে মানুষে ফাঁরাক।

৩. সারমেয় বৃত্তান্ত

সেন্ট মার্টিনের যেখানেই যাবেন, চোখে পড়বে দলে দলে কুকুর।

সংখ্যাটা চোখে পড়ার মতো। পথটকেরা অনেক ভয় পান। খাবারের লোভে প্রায়ই পথটকদের ছেকে ধরে কুকুরগুলো। এদের অন্যত্র স্থানান্তরের কি কোনো উপায় নেই? এটা তো বাস্তবস্থানের জন্যও প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করবে। কোনো কিছুর সংখ্যাবিকা মানেই অন্য অনেক কিছুর ওপর বাড়তি চাপ।

৪. বামন নারকেল

একসময় সেন্ট মার্টিনকে মানুষ নারকেল জিঞ্জিরা নামে ডাকত। প্রমাণসাইজের ডাবও পাওয়া যেত দেশের সর্বদক্ষিণের এই দ্বীপটিতে। বছর দশেক আগে দ্বীপে বসে তেমনি একটি ডাব খাওয়ার

অভিজ্ঞতা আমার নিজেরই আছে। কিন্তু এবার গিয়ে অবাক হলাম! ছোট ছোট ডাব বুলছে। একেকটার দাম হাঁকছে একদশে শ টাকা। বিষয় কী ভাই? এটুকু ডাবের এত দাম কেন? জানতে চাইলাম। জবাবে দোকানি ছেলোটা বলল, দ্বীপে এখন ডাব হয় না। জিঙ্গাসু দৃষ্টিতে তাকালাম পাশে বসা বৃদ্ধ মানুষটির দিকে। বললেন, বছর তিনেক আগে একটা ঝড় হয়েছিল। তারপর থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ডাব আর তেমন হয় না। এখন টেকনাফ থেকে ডাব আনা হয়।

৫. অত্যাচার

একদল আছে সকাল নাই, বিকাল নাই সৈকতে মোটরবাইক চালাবে। রাতের আধার চিড়ে বিকট

মুমূর্ষু রোগীদের পাশে দাঁড়ালেন নামখানার বিশিষ্ট সমাজসেবী



দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ২৭ জানুয়ারিঃ অসহায় মুমূর্ষু রোগীদের পাশে দাঁড়ালেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা মানব দরদী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা। ২৬ শে জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে প্রভাত সুন্দরবনের নামখানা রকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঘারীকনগর হাসপাতালে প্রায় ৭৩ জন মুমূর্ষু রোগী থেকে শুরু করে গর্ভবতী মায়াদের বিভিন্ন রকমের ফল দান করলেন বিদ্যুৎ বাবু। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন যে আমি যখন প্রথম জীবনের ইনকাম করি সেই ইনকামের সমগ্র অংশটা আমার মায়ের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। আমার মা বলেছিলেন এই টাকায় অসহায় রোগীদের কিছু কিনে দিতো। সেই থেকে আজ এই ৩৩ বছর ধরে আমি এই মুমূর্ষু রোগীদের সেবাই নিয়েজিত রেখেছি। এবং আমি যতদিন বাঁচবে। আমি অসহায় রোগীদের ২৬ জানুয়ারি এবং ১৫ আগস্ট এই দুইদিন সাহায্য করব। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গর্ভবতী মা বলেন, এটা এক ভালো উদ্যোগ। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

দামি জিনিস কেনার চেয়ে ভ্রমণ, কোনটা ভালো

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. আপনার গিলোভিচ ও তাঁর দল ২০ বছর ধরে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। এই গবেষণাপত্রের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, ‘দামি জিনিস কেনার

আনন্দ খুব দ্রুত ফুরিয়ে যায়। অন্যদিকে অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত আনন্দ ও স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী হয়।’ এই গবেষণায় দামি জিনিস কেনার চেয়ে ভ্রমণ বা নতুন অভিজ্ঞতা মানুষকে কীভাবে সুখী করে, তার তিনটি কারণ তুলে ধরা হয়েছে।

১. দামি জিনিস কেনার পর সহজেই আবেদন হারায় একটা জিনিস আপনি যতদিন না কিনতে পারছেন, ততদিন আপনার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। একবার জিনিসটা কিনে ফেলার পর সহজেই আবেদন হারায়। বিশেষ করে আপনি যে লাক্সারি জিনিসটি কিনেছেন, আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা সহকর্মীদের ভেতর যদি কেউ তার চেয়ে আরেকটু ভালো মডেলে কিনে ফেলেন, তখন আপনার কাছেই আপনার জিনিসটার মূল্য কমে যায়।

২. বিলাসিতার কোনো সীমা নেই

ধরুন, আপনি ভাবছেন গুলির লাখ টাকার অমুক ব্যাগটা আপনাকে সুখী করবে। কিন্তু সেটি কেনার পর আপনার



মনে হবে, রোলেক্সের তমুক ঘড়ি ছাড়া আপনার চলছেই না! এর এভাবেই আপনার বিলাসী জিনিসের প্রতি ক্ষুধা বেড়েই চলেবে।

৩. অভিজ্ঞতার ক্ষমতা

ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতা একটা মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। নানান অভিজ্ঞতা নানা কিছু শেখায়। নতুন জ্ঞান, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয়, নতুন জিনিসের ভেতর দিয়ে আপনি ক্রমাগত নিজের সেরাটা হয়ে ওঠেন। ডা. টমাস গিলোভিচ বলেন, ‘অভিজ্ঞতা সব সময়ই আপনার একটা অংশ হিসেবে থাকে। খুঁিয়ে ফেলার সুযোগ নেই। অভিজ্ঞতা আপনার ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই যত পারুন, ভালো অভিজ্ঞতা, সুখস্মৃতি সঞ্চয় করুন।’ যুক্তরাষ্ট্রের কেমব্রিজের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ও কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়ার আলাদা দুটো গবেষণাতেও উঠে এসেছে একই ধরনের পর্যবেক্ষণ।

সেখানেও দামি ও বিলাসী জিনিস কেনার পরিবর্তে এই অর্থ দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন, নতুন কিছু শেখা বা দক্ষতা অর্জন, ভালো স্মৃতি জমানো, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে যা কিছু প্রয়োজনসেই সমস্ত খাতে অর্থ ব্যয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর এক ভ্রমণের প্যাকেজেই মিলে যায় এই সমস্ত কিছু!

কমী নিয়োগ

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ পরিবহন দপ্তরের ৮৮১ জন চুক্তিভিত্তিক কমী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। আজ এই বৈঠকে ঠিক হয়েছে বাসচালক এবং কন্ডাক্টর পদে এই চুক্তিভিত্তিক কমীরা কাজ করবেন। অধিকস কাছারি ছুটির সময় শহরের রাস্তায় বাসের সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

Name Change

I, Sanjoy Mondal (Old Name) S/O Narugopal Mondal residing at Vill Nischintapur , Po-Bansberia , Ps Murutia, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741122 do hereby decrale that I have changed my name from Sanjay Mondal to Sanjay Mondal and hencefort I shall be known as Sanjay Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit Date 24/01/2025 sworn before the notary public Berhampore court on 24/01/2025 . My name Sanjay Mondal & Sanjoy Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Safial Hossain Sekh (Old Name) S/O-Samaun Sk residing at Vill-Karichandpur , Po-Khas Chandpur, Ps-Kaliachak, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732201 do hereby decrale that I have changed my name from Safial Hossain Sekh to Sk Safial Hossain and hencefort I shall be known as Sk Safial Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit Date 27/01/2025. sworn before the notary public Berhampore court on 10/01/2025 . My name Sk Safial Hossain & Safial Hossain Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Niharan Bibi (Old Name) W/O Ajut Ali Biswas residing at Vill& Po Topla, Ps-Thananpara, Dist-Nadia, West Bengal , Pin-741165 do hereby decrale that I have changed my name from Niharan Bibi to Nuharan Bibi Biswas and hencefort I shall be known as Nuharan Bibi Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit Dated-24/01/2025. sworn before the notary public Berhampore court on 24/01/2025 . My name Nuharan Bibi Biswas & Niharan Bibi both are same and one identical person.

Change of Name
I, Samsunnahar Bibi (Old Name) W/O- Md Sirajul Arefin residing at Vill & PO-Bharatpur , PS-Bharatpur , Murshidabad, West Bengal, Pin-742301 do hereby decrale that I have changed my name from Samsunnahar Bibi to Samsunnahar and hencefort I shall be known as Samsunnahar(new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/01/2025. My name Samsunnahar & Samsunnahar Bibi both are same and one identical person.

Change of Name
I, Mithun Sk (Old Name) S/O- Abul Kalam Sk residing at Vill-Ranha, Po-Lohapur, Ps-Nalhati, Dist-Birbhum, West Bengal, Pin-731237 do hereby decrale that I have changed my name from Mithun Sk to Mithu Shaikh and hencefort I shall be known as Mithu Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit , sworn before the notary public Berhampore court on 24/01/2025 . My name Mithu Shaikh & Mithun Sk both are same and one identical person.

Change of Name
I, Kavsar Sk (Old Name) S/O- Kachhu Sk residing at Vill-Chandrasinghabad , Ps-Khangram, Murshidabad , West Bengal , Pin-742138 do hereby decrale that I have changed my name from Kavsar Sk to Kaosar Sk and hencefort I shall be known as Kaosar Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/01/2025. My name Kaosar Sk & Kavsar Sk both are same and one identical person.

Change of Name
I, Aminul Sakh (Old Name) S/O- Tejamuddin Sekh residing at Vill-Milki Palasi, Po-Suki, Ps-Nabagram, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-742226 do hereby decrale that I have changed my name from Aminul Sakh to Aminul Sekh and hencefort I shall be known as Aminul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Laibagh court on 06/12/2024. My name Aminul Sekh & Aminul Sakh both are same and one identical person.

Change of Name
I, Abdul Kalam Sk (Old Name) S/O-Abdur Rahab Sk residing at Vill-Ranha, Po-Lohapur, Ps-Nalhati, Dist-Birbhum, West Bengal, Pin-731237 do hereby decrale that I have changed my name from Abdul Kalam Sk to Abul Kalam Sk and hencefort I shall be known as Abul Kalam Sk(new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/01/2025 . My name Abul Kalam Sk & Abdul Kalam Sk both are same and one identical person.

বিত্ত্তি
আমার মজেল শ্রী দীপত পাণ্ডা, পিতা দীপেন্দ্র পাণ্ড ও শ্রীমতী হিমাল হালদার, পিতা শুক্লদেব হালদার সাং এর অধি ডি রোড পশ্চিমী পল্লী, পোস্ট পশ্চিমী থানা বহোলা কলকাতা ৬০৩ ১৬৯ সাউথ এন্ড পার্ক কলারারাল সোসাইটি, পোস্ট টৈলান, থানা বিষ্ণুপুর ,কলকাতা ১০৪ মৌজা কলুয়া,এল আর দাগ ৬৫৪ ,এল আর খতিয়ান ১১০৪১ , কমবেশি ২ কাঠা ২হুটকা জমি এ ডি এস আর বহোলা অধি ৮৮৯৯-২০২৪ এই দলিল মুসে রজনীকান্ত দাস,বাণি মন্তল ,সুভাষ দাস, নারায়ন হালদার থেকে ক্রয় করেন এ ডি এস আর বহোলা রেজিস্ট্রেশন দলিল মুসে প্রাপ্ত হয়ে এর সকলের আমমোক্তার হলেন,বাণি মন্তল ,সুভাষ দাস, নারায়ন হালদার এ ডি এস আর বহোলা বুক নান্দার ১ ভলিউম ১৬০৪ পেজ ৩০২৫২০ থেকে ৩০২৫৪০ বিং ০৯৭৩২-২০২৩ নিমুক্ত হন বর্তমানে আমার মজেলরা এই জমি দখলে আছে ওই জমির মিউটেশনের জন্য বি এল এন্ড আর ও কাছ রক কেএমসি বিল্ডিং এ এস এন বানার্জি রোড , কলকাতা ৭০০০১৬ অফিসে আবেদন করছেন কেস নান্দার MN/2024/1630/19388 ও MN/2024/1630/19390 তা সকলকে অবগত করা হলো এই জমির বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে আগামী এক সপ্তাহের এর মধ্যে এই অফিসে জানানো। অনুমত্যা অনুমোদনসেলিম শেখ Regd. No.- F1157 OF 2007

বিত্ত্তি
আমার মজেল শ্রী শুক্লদেব হালদার পিতা রনিঞ্জ হালদার সাং ১৬৯ সাউথ এন্ড পার্ক কলারারাল সোসাইটি, পোস্ট টৈলান, থানা বিষ্ণুপুর ,কলকাতা ১০৪ মৌজা কলুয়া,এল আর দাগ ৬৫৪ ,এল আর খতিয়ান ১১০৪১ ,৬৫১৮ কমবেশি ২ কাঠা জমি এ ডি এস আর বহোলা অধি ৮৮০১-২০২৪ এই দলিল মুসে রজনীকান্ত দাস,বাণি মন্তল ,সুভাষ দাস, নারায়ন হালদার থেকে ক্রয় করেন এ ডি এস আর বহোলা রেজিস্ট্রেশন দলিল মুসে প্রাপ্ত হয়ে এর সকলের আমমোক্তার হলেন,বাণি মন্তল ,সুভাষ দাস, নারায়ন হালদার এ ডি এস আর বহোলা বুক নান্দার ১ ভলিউম ১৬০৪ পেজ ৩০২৫২০ থেকে ৩০২৫৪০ বিং ০৯৭৩২-২০২৩ নিমুক্ত হন বর্তমানে আমার মজেল ওই জমি দখলে আছে ওই জমির মিউটেশনের জন্য বি এল এন্ড আর ও কাছ রক কেএমসি বিল্ডিং এ এস এন বানার্জি রোড , কলকাতা ৭০০০১৬ অফিসে আবেদন করছেন কেস নান্দার MN/2024/1630/19400 তা সকলকে অবগত করা হলো এই জমির বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে আগামী এক সপ্তাহের এর মধ্যে এই অফিসে জানানো। অনুমত্যা অনুমোদনসেলিম শেখ Regd. No.- F1157 OF 2007

নাম পরিবর্তন
আমি Binoy Biswas (পূর্বানন নাম) পিতা Harendranath Biswas টিকানা Pakhuria, Kumari Ramnagar, Hanskhal, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal INDIA কলকাতায় নোটরি পাবলিক Dated 27-01-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Binay Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিতি হলো। Binoy Biswas (নতুন নাম) ও Binay Biswas (পূর্বানন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I,KHALID EQBAL (OLD NAME),SON OF ABDUL JABBAR,RESIDING AT NABA JIBAN PARA, PO - BHAGA-BATIPUR,PS - CHANDITALA, HOOGHLY - 712701, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KHALID KBAL(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 27/01/2025.THAT KHALID EQBAL AND KHALID KBAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,AMIT KUMAR GUHA,SON OF Late BIDESH RANJAN GUHA, RESIDING AT 27 HARARAL DAS LANE, PS - JORABAGAN, KOLKATA - 700006,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMIT GUHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 27/01/2025.THAT AMIT KUMAR GUHA AND AMIT GUHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON PERSON.

Name Change
I, Abhishicta Ghosh D/O Ashok Ghosh Residing at 20, Rai Chhoran Ghosh Lane, P.O+P.S - Tiljala, Dis-trict - Kolkata, Pin- 700039 West Bengal India shall henceforth be known as Abhishikta Ghosh. I declare that Abhishikta Ghosh and Abhishikta Ghosh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata at 24-01-2025.

Name Change
I, Ajay Kr Rustogi alias Ajay Kumar Rustogi (Old Name) S/o Guljarlal Rustagi Residing at Om Enclave, 89/323, 12th Lane, Bangpur Park, 4th Floor, Flat-4B, Rishra, Near NGO Blind School, Rishra(M), District - Hooghly, Pin - 712248 India shall henceforth be known as Ajay Kumar Rustagi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 78/2025 Dated 27-01-2025. Ajay Kr Rustogi, Ajay Kumar Rustogi (Old Name) and Ajay Kumar Rustagi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Navin Rustogi alias Navin Rastogi (Old Name) S/o Ajay Kumar Rustagi Residing at 89/300/301, Bangpur Park, 10th Lane, Green Park Apartment, 3rd Floor, F-03/04, Rishra, District - Hooghly, Pin - 712248 India shall henceforth be known as Navin Rustagi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 77/2025 Dated 27-01-2025. Navin Rustogi, Navin Rastogi (Old Name) and Navin Rustagi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Manoj Kumar Shaw (Old Name) S/o Jaddish Prasad Shah Residing at 3A, Gopal Ghosh Lane, Khiddirpore, District - Kolkata Pin- 700023 India shall henceforth be known as Manoj Kumar Shah (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 27-01-2025. Manoj Kumar Shaw (Old Name) and Manoj Kumar Shah (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Ankit Shah (Old Name) D/O Manoj Kumar Shah Residing at 3A, Gopal Ghosh Lane, District- Kolkata, Pin- 700023 West Bengal shall henceforth be known as Ankit Shah (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Sealdah vide affidavit no 11779 Dated 20-12-2024. Ankit Shah (Old Name) and Ankit Shah (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, SHAIZI PARVEEN (Old Name) D/O ABDUL HAFIZ Residing at 37/B, Taltala Lane, Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SHAZIA PARVEEN (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 27-01-2025. SHAIZI PARVEEN (Old Name) and SHAZIA PARVEEN (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, MD DIN MOHAMMAD (Old Name) S/O MD SEKENDAR ALI Residing at Digha Uttarpara, District - North 24 Parganas, Pin - 743248, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as DIN MAHAMMAD (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 27-01-2025. MD DIN MOHAMMAD (Old Name) and DIN MAHAMMAD (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, NEETU AGARWAL (Old Name) W/O DEEPAK AGARWAL Residing at 52, N.S. Road, P.S.-Howrah, Kolkata - 700111, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as NITU AGARWAL (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 27-01-2025. NEETU AGARWAL (Old Name) and NITU AGARWAL (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, ABDULLA MOLLA and MD ABDULLA MOLLA (Old Name) S/O MD MOKTAR ALI MOLLA Residing at Jalkhura (South), Sadhukha Para, P.O.&P.S.-Maheshstia, District - South 24 Parganas, Pin - 700141, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD ABDULLAH MOLLA (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 24-01-2025. ABDULLA MOLLA and MD ABDULLAH MOLLA (Old Name) and MD ABDULLAH MOLLA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Kochu Koshy (Old Name) S/o Koshy Kunnumpurathu Gheevarghese resident of 6/2A/3, Banamali Ghoshal Lane, Behala, Kolkata – 700 034, have changed my name and shall henceforth be known as Kunnumpurathu Koshy Kochukoshy (New Name) vide affidavit sworn before Notary Public Kolkata on 27.01.25. Kochu Koshy and Kunnumpurathu Koshy Kochukoshy both are same and identical person, i.e., myself.

I JAHIRUL MONDAL S/O ANARUL MONDAL MY FATHER NAME HASBEEN WRONGLY RECORDED MY ALIM EXAMINATION CERTIFICATE AS ASHARUL MONDAL AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE RANAGHAT COURT ON 17-1-25 MY FATHER ANARUL MONDAL AND ASHARUL MONDAL IS SAME PERSON MY FATHER ACTUAL NAME IS ANARUL MONDAL R/O ULASSI PURBA PARA P.S HANSKHALI, DIST NADIA.

